



জাগরণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর



JAGARAN ■ 27 May 2019

■ আগরতলা, ২৭ মে, ২০১৯ ইং ■ ১২ জ্যেষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অনলাইন সংস্করণ : www.jagrandaily.com

আপনার হাতে, আপনার সাথে

ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ

সবচেয়ে মজবুত
সবচেয়ে সস্তা

আপনার হাতে, আপনার সাথে

ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ

Wholesalers may contact **CITIZEN UMBRELLA MANUFACTURER LTD.** Head Office : 147, Mahatma Gandhi Road, Kolkata-700 007, Ph. No. +91 033-2268-1396, +91 033-2271-2152, Fax : +91 033-2271-2151, Website : www.citizenumbrella.com, E-mail : citizenkolkata@gmail.com

ভারতে ঢুকতে শ্রীলঙ্কা থেকে রওনা দিল ১৫ আইসিস জঙ্গি, দাবি গোয়েন্দা রিপোর্টে

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ মে (হিস.) : শ্রীলঙ্কা হয়ে জলপথে আইসিস জঙ্গিরা ভারতে ঢুকতে পারে। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে এমনই দাবি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে কেরলের উপকূলবর্তী অঞ্চলে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। গোয়েন্দা রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে ১৫ জন আইসিস জঙ্গি নৌকা করে শ্রীলঙ্কা থেকে

লঙ্কাধীপ যাবে। তারপর গোটা দেশে ছড়িয়ে যাবে তারা। সেই জন্য কেরলের উপকূলবর্তী পুলিশ বিভাগকে সতর্ক করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এমনটা করা হয়েছে। রাজ্যের উপকূলবর্তী পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে শ্রীলঙ্কায় সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকে প্রশাসন সতর্ক। মাছের ট্রলার থেকে শুরুর অন্যান্য জলযানের উপরেও কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। কেরল পুলিশের এক শীর্ষ

কর্তা জানান, শ্রীলঙ্কায় জঙ্গি হামলার পরেই উপকূলবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারিই ছিল। তবে এই বার গোয়েন্দাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য এসেছে। উপকূলবর্তী সব থানাতে সতর্ক করা হয়েছে। সমুদ্রে কোনও সন্দেহজনক নৌকা দেখলেই যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মৎস্যজীবীদেরও সতর্ক করা হয়েছে। সন্দেহজনক কোনও গতিবিধি তাদের নজরে পড়লে যেন উপকূলরক্ষী বাহিনীকে তারা

খবর দেন। ২১ এপ্রিল শ্রীলঙ্কায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে আইসিস। বিস্ফোরণের ফলে প্রায় ২৫০ বেশি নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায় বলে জানা গিয়েছে। আহত হয়েছিলেন বহু মানুষ। এদিকে, শ্রীলঙ্কায় ওই জঙ্গী হামলার পর প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের উপকূলবর্তী এলাকায় কঠোর নজরদারি চালানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে গোয়েন্দা বিভাগকেও সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা

হয়। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ওই হামলার সাথে জড়িত ১৫ জন জঙ্গি ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। অন্যদিকে, দেশে সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ ক্রম মে ওই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দেশ বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকবেন। এই সময় যাতে দেশের কোথাও কোন ধরনের হামলা বা নাশকতা না হয় সেদিকে কঠোর নজরদারি রাখা হয়েছে।

আইপিএফটিতে আভ্যন্তরীণ সমস্যা রয়েছে, স্বীকারোক্তি দলের সাধারণ সম্পাদকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে। লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে দুই আসনেই ফলাফল অপ্রত্যাশিত। পাশাপাশি দলে আভ্যন্তরীণ সমস্যাও রয়েছে। একথা অকপটে স্বীকার করেছেন আইপিএফটি-র সাধারণ সম্পাদক তথা উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। তাঁর কথায়, ফলাফল পর্য্যালোচনা দুইদিনের বৈঠকে বসেছেন আইপিএফটি এবং তার অঙ্গ সংগঠন। তাতে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজ্যে সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে। তাছাড়া, ত্রিপুরায় জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার সভাবনা রয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, আইপিএফটি-র কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্যদের নিয়ে দুইদিনের বৈঠক শুরু হয়েছে যুমুলুঙে নোয়াই অডিটোরিয়ামে। মূলত, ত্রিপুরায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ত্রিপুরার পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হচ্ছে। তাঁর কথায়, লোকসভা নির্বাচনে আইপিএফটি-র ফলাফল অপ্রত্যাশিত। সাথে তিনি যোগ করেন, দলে আভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েছে। দলীয় কোন্দল নাকি বিজেপি-র সদ ছেড়ে লোকসভা নির্বাচনে একক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইপিএফটি-র এই

ফলাফল হয়েছে এই প্রশ্নে তিনি সরাসরি কোন উত্তর দিলেন না। এই প্রশ্নের জবাব তিনি এড়িয়ে চেষ্টা করেছেন, তবে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ত্রিপুরার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পৃক্ত বলে দাবি করেছেন। মেবার কুমার জমাতিয়ার কথায়, ভবিষ্যতে ত্রিপুরায় আইপিএফটি-র রণকৌশল কি হওয়া উচিত সে-বিষয়ে চর্চা হচ্ছে। তাছাড়া, বিজেপির সাথে জোটের ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে আইপিএফটি-র শীর্ষ নেতৃত্ব অনেকটাই হতশ, তা তাঁদের সাথে একাত্ম আলোচনায় বুঝা গিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জটনক আইপিএফটি নেতার কথায়, লোকসভা নির্বাচনে পৃথকভাবে লড়াই ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। বরং বিজেপির সাথে জোট বেঁধে লড়াই হলে ভবিষ্যতে এডিসি দখল নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু, এখন ত্রিপুরায় আইপিএফটি পরাজিত। শক্তি পরীক্ষায় আইপিএফটি ব্যর্থ, ফলাফলে তা প্রমাণিত। ফলে, বিজেপি এখন আইপিএফটি-কে খুব একটা গুরুত্ব দেবে মনে করছেন না দলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব।

উদয়পুরে তিনটি রেশনে লুটপাট থানায় মামলা গ্রেপ্তার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ মে।। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই উদয়পুরের বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাস অব্যাহত। নবা ও পুরাতন বিজেপি ইস্যুতে গতকাল প্রয়াত হয়েছেন পোনো ব্যবসায়ী অণু দাসের। পোনো আড়ৎ ব্যবসায়ী অণু দাসের মৃত্যুর ফলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রমেশ চৌমুহনী পোনো বাজার বন্ধ রাখা হয়েছে। সোনামুড়া বিজেপি পাটি অফিসে উদয়পুর মন্ডলের পক্ষ থেকে তাল্লা দেওয়া হয়েছে। রবিবার একদল উদ্ভ্রান্ত যুবক উদয়পুর খিপাড়া এলাকার জুবের হোসন, কাজল নিয়োগী ও কাজী নাসির উদ্দিনের তিনটি রেশন দোকানে ভাঙচুর চলায় ও দোকানে লুটপাট করে নগদ অর্থ নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তিনজন রেশন ডিলার পৃথকভাবে থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ ও খাদ্য



রবিবার নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলায় শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন একটি অনুষ্ঠানে। ছবি নিজস্ব।

নজরুল জয়ন্তী রাজ্যে পালিত যথাযোগ্য মর্যাদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ বিনম্রতা ও শ্রদ্ধায় স্মরণ হচ্ছে ত্রিপুরায়। তাঁর ১২০তম জন্মজয়ন্তী ত্রিপুরায় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়েছে।

প্রভাতী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজ সকালে নজরুল কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তীতে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে কবির মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব মানিক লাল দে, অধিকর্তা আওশ্বেব দাস, রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান সুভাষ দেব, সংগীত শিল্পী উৎপল বিশ্বাস, বিশিষ্ট বেহালা বাদক সুবল বিশ্বাস, দপ্তরের বরিত্ত অধিকারিকরণ ও শিল্পীগণ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব মানিক লাল দে বলেন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কাজী নজরুল ইসলামের আদর্শ ও চিন্তাধারা প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে। আগে এ অনুষ্ঠান একদিন করা হত। এখন দুদিন করা হচ্ছে। আজ ব্রহ্ম থেকে রাজস্বের সর্বত্র বিদ্রোহী কবির জন্মদিন উদযাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কবি নজরুল বিভেদহীন ও সমৃদ্ধশালী ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর লেখনী স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশে পাচারকালে বিস্তার পরিমাণ নেশা সামগ্রী ও গবাদি পশু আটক করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। ফের রাজ্যে পাচারের সময় ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ফেনিডিল উদ্ধার করেছে বিএসএফ। অন্য আরেকটি ঘটনায়, পাচারের সময় ৭টি গবাদি উদ্ধার হয়েছে। গবাদি পশু উদ্ধার অভিযানে বিএসএফ-কে নন-ল্যাথাল বন্দুক থেকে গুলি ছুড়তে হয়েছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ অধিকারিক সঞ্জিব কুমার জানিয়েছেন, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সিপাহীজলা উদ্ধার করেছে বিএসএফ। অন্য আশাবাদি বিগপি-র জওয়ানরা বাংলাদেশে পাচারের সময় ৯৭টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ৪৭ বেতল ফেনিডিল উদ্ধার করেছেন। তিনি জানান, বিএসএফ জওয়ানরা ওই সীমান্ত এলাকায় পাচারকারীদের গতিবিধি টের তাদের পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু, পাচারকারীরা তা টের পেয়ে পাচার সামগ্রী ফেলে পালিয়ে যায়। উদ্ধার পাচার সামগ্রীর বাজার মূল্য হবে আনুমানিক ৪ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫০২ টাকা। সঞ্জিব কুমার বলেন, উদ্ধার সমস্ত পাচার সামগ্রী বিএসএফ জওয়ানরা কলমছড়া থানার হাতে তুলে দিয়েছেন। অন্য

শান্তিরবাজারে কমান্ডার জীপ উল্টে জখম ৯ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। সাত সকালে দুর্ঘটনার কবলে পড়লো একটি যাত্রীবাহী কমান্ডার গাড়ি। ঘটনা শান্তিরবাজার মহকুমার বাইখোরা থানা লাগোয়া এস.এস.বি ক্যাম্প সংলগ্ন সাক্রম-আগরতলা জাতীয় সড়কে। টিআর-০৩-৩১৩৪ নম্বরের কমান্ডার গাড়িটি শান্তিরবাজার থেকে ৯ জন যাত্রী নিয়ে সাক্রমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বাইখোরা থানা অতিক্রম করে গাড়িটি এস.এস.বি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় যেতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফলে। এবং গাড়িটি উল্টে যায়। এতে গাড়িতে থাকা ৯ জন যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হয়। সাথে সাথে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে শান্তিরবাজারস্থিত দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু আহতদের সকলের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদেরকে গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন।

রাজ্যে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে বিজেপি ও বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে গত ৩দিনে বিজেপি বিজয় উল্লাসের নামে ব্যাপক পৈচাশিক ঘটনা সংগঠিত করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ এনেছে বামফ্রন্ট। এই সময়কালের মধ্যে ১৭৬টি ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এইসব ঘটনার তীর নিন্দা ও বিক্রার জানিয়েছেন বামফ্রন্টের নেতৃত্বদ্বন্দ্ব।

রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজনবাবু অভিযোগ করেন, নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার পর থেকে গোটা রাজ্যে এক অরাজকতার পরিস্থিতি কায়মে করেছে শাসক দল বিজেপি। বিজেপি নামধারী দুর্কৃতীরা ব্যাপক হারে সন্ত্রাস শুরু করেছে। এই সন্ত্রাসের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে বলে অভিযোগ করেছে বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর। বিজন বাবু অভিযোগ করেন শান্তিরবাজার মহকুমার মুহুরি পাড়ার রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকার বাসিন্দা রবিপালের কাছে বিজেপি দুর্কৃতীকারীরা ৩ লক্ষ

৬৪ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে পথ অবরোধ আইপিএফটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। আবারো পথ অবরোধে বসলো আইপিএফটি-র কর্মীরা। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই অর্থাৎ ২৩ তারিখের পর থেকে কিছু সংখ্যক দুর্কৃতীরা আইপিএফটি সমর্থিত কর্মীর উপর আক্রমণ করছে। ঘটনা শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত কোয়াই ফাং বাজারে। এই এলাকায় নির্বাচনের পর থেকেই অশান্তি চলে আসছে। ২৩ তারিখের পর অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর কিছু সংখ্যক দুর্কৃতীরা আনবরত আক্রমণ চালাচ্ছে আইপিএফটি সমর্থিত কর্মীদের উপর। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার থানার দ্বারস্থ হয় আইপিএফটি সমর্থিত

শহরতলীর জয়নগরে কবর খলা জবর দখল ঘিরে উত্তেজনা চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন দক্ষিণ জয়নগরে সংখ্যালঘুদের কবর স্থানের জায়গা জবর দখল করার অপচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। শনিবার গভীর রাতে কতিপয় দুর্কৃতীকারী দক্ষিণ জয়নগর জামে মসজিদে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলছে।

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই রাজধানী আগরতলা শহর এক ব্যক্তি মনিক মিত্র নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

ধর্মীয় স্থান দক্ষিণ জয়নগরে জামে মসজিদে হামলা ও কবর স্থানের জায়গা জবর দখল করার জন্য একটি গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শনিবার রাতে কতিপয় দুর্কৃতীকারী জামে মসজিদে ঢুকে প্রথমেই বৈদ্যুতিক লাইল ও লো। ভেঙে ফেলে এবং মসজিদে ভাঙচুর চালায়। ঘটনার আঁচ পেয়ে স্থানীয় লোকজনরা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে আসে পুলিশ। ততক্ষণে দুর্কৃতীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয় সংখ্যালঘু অংশের মানুষজন অভিযোগ করেন, প্রদীপ দাস নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি মনিক মিত্র নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

এক ব্যক্তিকে গত কয়েকদিন আগে প্রাণনাশের হুমকি দেন। দীর্ঘদিন ধরেই ওয়াকফ বোর্ডের জায়গা নিয়ে স্থানীয় প্রদীপ দাসের সঙ্গে ঝামেলা চলছে। এনিবে মামলায় তিন তিনবার ওয়াকফ বোর্ড জয়ি হয়েছে। তারপরও স্থানীয় কিছু সংখ্যাগুরু অংশের মানুষের প্ররোচনায় সংখ্যালঘুদের উপর দমন পীড়ন চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর কবর স্থানের জায়গায় বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দিয়ে ওই জায়গা তারা দখল করে নেয়। বিষয়টি এসডিএমকেও জানানো হয়। এরপর থেকে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হতে শুরু

করেছে। গত পরশু এবং গতকাল রাতে ঐ এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুটি লোকসভা ও রিকসা পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। গত সাত আট মাস আগে কবর দেওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছিল। এসব বিষয়কে পূর্জি করে বিজেপি নামধারী কিছু লোকজন এধরনের ঘটনা সংগঠিত করে চলেছে বলে অভিযোগ।

দক্ষিণ জয়নগর এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনদেরা বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। প্রশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন।

উৎসবে পাটিতে সব দিন ঘরে ঘরে প্রতিদিন

এখন আরো বেশী স্বাদ

নিশ্চিত্বের প্রতীক

সিস্টার

গুঁড়া মশলা

স্বাদে গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে

জাগরণ আগরতলা □ বর্ষ-৬৫ □ সংখ্যা ২২৩ □ ২৭ মে ২০১৯ ইং □ ১২ জ্যৈষ্ঠ □ সোমবার □ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

দিকব্রষ্ট উপজাতি রাজনীতি

লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়া ত্রিপুরায় কার্যত কংগ্রেসের উত্থানই হইয়াছে বলা যাইতে পারে। মুতপ্রায় দল দ্বিতীয় স্থানে চলিয়া আসিয়াছে। বিজেপি জোট শরিক আইপিএফটির দুই মন্ত্রিসহ ছয় বিধায়ক কার্যত পরাস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা চলিয়া আসিয়াছেন একেবারে চতুর্থ স্থানে। তাহাদের এই পরাজয় প্রমাণ করিয়াছে যে, পৃথক রাজ্যের দাবী রাজ্যের মানুষ প্রত্যাখান করিয়াছে। আইপিএফটি দলের প্রভাব তলানীতে যাওয়ার রাজ্য উপজাতি রাজনীতি নতুন মোড় নিতে পারে। এই সুযোগ কাজে লাগাইয়া বিজেপি উপজাতিদের মধ্যে সংগঠন বাড়াইতে পারে। লোকসভায় উপজাতি সংরক্ষিত আসনের বিজেপি প্রার্থী জয়ী হইয়াছেন। ধারণা করা হইতেছে তিনি কেন্দ্রের মন্ত্রিসভায় স্থান পাইতে পারেন। দীর্ঘকাল এরা জয় হইতে কেন্দ্রের মন্ত্রী জুটে না। এইবার সেই আশা পূরণ হইতে পারে। এখানের লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় সিপিএমের ধরশায়ী অবস্থা। কংগ্রেস ও সিপিএম যদি জোটবদ্ধ ভাবে ত্রিপুরায় দুইটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত তাহা হইলে পূর্ব আসনটিতে হয়তো জয়ী হইতে পারিত। কিন্তু, এই ত্রিপুরাতেও কংগ্রেস সিপিএম একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে। ত্রিপুরায় সিপিএম কার্যত তৃতীয় স্থানে চলিয়া যাওয়ার ঘটনা এবং সারা দেশে বামফ্রন্ট পাঁচটি আসন লাভ করার ঘটনা বামপন্থার সংকট কতখানি তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। যে পশ্চিমবঙ্গ ছিল বামফ্রন্টের এক সময়ের দুর্গ সেখানে বামেরা নিশ্চিহ্ন। তৃতীয় স্থানে নামিয়া আসিয়াছে। এই যখন পরিস্থিতি তখন ত্রিপুরার রাজনীতি নতুন খাতে প্রবাহিত হইবে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, রাজ্যের উপজাতি রাজনীতি কোন পথে? দপ করিয়া জুলিয়া উঠিয়া আইপিএফটি তো নিভিয়াই গেল। মন্ত্রিত্ব নিয়াই তাহারা ব্যতিব্যস্ত। দলের সংগঠন তছনছ। ভোটাররা মুখ ফিরাইয়া নিয়াছেন। কথায় আছে অতি চালাকে গলায় দড়ি। লোকসভা ভোটার আগে বিজেপি যে শর্ত দিয়াছিল আম্রম এডিসি নির্বাচনে বিজেপি কোনও প্রার্থী দিবে না আইপিএফটিকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু, লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যাইবে না। কিন্তু, এই প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিলেন এন সি দেববর্মারা। তাহারা দুই আসনেই প্রার্থী দিয়া গো হারা হারিলেন। দল একেবারে পথে বসিয়া গেল। রাজত্ব রাজকন্যা সবই গেল। কথায় কথায় রাস্তা অবরোধ, ব্লক অফিস ঘেরাও ইত্যাদির ঘটনায় অস্তিত্ব বিজেপি এখন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। এন সি দেববর্মাদের এখন আর ট্যা ফু করিবার সুযোগ নাই।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, রাজ্যের উপজাতিদের মধ্যে বিজেপি কতখানি সংগঠন গড়িতে উদ্যোগী হইবে। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন প্রদেশ সভাপতি পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর উপজাতি অধ্যক্ষিক এলাকায় অনেকটাই জায়গা করিয়া নিয়াছিলেন। উপজাতি সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস প্রার্থী ভাল ভোটই পাইয়াছে। এই মুহুর্তে পাহাড়ে আইপিএফটি নিশ্চিন্ত। সিপিএমও এখন প্রায় ঘরবোঁঠা অবস্থা। কংগ্রেসের প্রদ্যুৎ কিশোর একক ভাবে কতখানি দৌড়ইবেন তাহাও প্রশ্নের মুখে। এই কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, নির্বাচন পূর্ণ ও নগর পঞ্চায়েতও। তাহার বেশ কাটিতে না কাটিতেই আসিবে এডিসি ভোট। এই নির্বাচনগুলিতে বিরোধী দলগুলি তেমন সুবিধা করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের রাজনীতিতে কংগ্রেস কতখানি হাল ধরিতে পারিবে তাহা দেখিবার। আইপিএফটি এত তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে ভাবা যায় নাই। একথা ঠিক, এরা জ্যেষ্ঠ উপজাতির বারবার রাজনীতির শিকার হইয়াছেন। মিথ্যা ও অবাস্তব প্রতিশ্রুতি তাহাদের সরলতাকে অপমান করিয়াছে। তাহারা যাহাতে আর কোনও রাজনৈতিক দলের মিথ্যা ও অবাস্তব প্রতিশ্রুতির ফাঁদে পড়িতে না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে কংগ্রেস ও বিজেপির মতো জাতীয় দলগুলিকে। আঞ্চলিকতার নাগপাশ হইতে এরা জ্যেষ্ঠ উপজাতিদের মুক্ত করাই এখন বড় কাজ হওয়া উচিত।

জাকির মুসার মৃত্যুর দুদিন পর স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে উপত্যকা

শ্রীনগর, ২৬ মে (হি.স.) : দুদিন পর রবিবার থেকে স্বাভাবিক জীবনে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে জন্ম-কাশ্মীর। নিবেদাজ তুলে নেওয়ার পর দোকান পাট খুলেছে, চাকা ঘুরেছে যান বাহনের। রবিবার থেকে কাশ্মীরের কোনও অংশেই কোনও নিবেদাজ হইল না বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। আল কায়দার শীর্ষ জঙ্গি কমান্ডার জাকির মুসা এনেকাউন্টারে খতম হওয়ার পর থেকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে গোটা উপত্যকা জুড়ে কার্ফু জারি করা হয়। প্রশাসন আশঙ্কা করেছিল আলকায়দা জঙ্গির পাল্টা হামলা চালাতে পারে। রবিবার সকাল থেকে কার্ফু তুলে নেওয়ার পরেই ভিড় দেখা যায় দোকান পাট, পেট্রোল পাম্প ও এটিএমের কাউন্টারে। যান বাহনও চলাতে শুরু করে সাধারণ ভাবেই।

খুলে গিয়েছে লালচক সিটি সেন্টার। তবে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ রয়েছে। জাকির মুসার মৃত্যুর পর বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী খরিয়ত কনফারেন্সের প্রধান সৈয়দ আলি শাহ গিলানির ডাকে বনধ পালিত হয়ে উপত্যকা জুড়ে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার পূর্বগুয়ায়াত্রা অসল সেনাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াই বাধে সন্ত্রাসবাদীদের। সেখানে মেলে সাফল্য। তবে সেনা তরফে জাকির মুসার মৃত্যু নিয়ে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই মোবাইল পরিষেবা ও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ কিছু অংশে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করা হয়। বৃহস্পতিবার গোটা দেশ যখন ভোটগণনায় মজে তখন কাশ্মীরে শুরু হয় গুলির আওয়াজ। এদিন সন্ধ্যায় আলের দাদসারা গ্রামে জঙ্গিদের শৌজে তল্লাশি অভিযোগে নামে ৪৪ রট্রীয় রাইফেলসের জওয়ানরা ও আধাসেনা। তখনই সেখানে সংঘর্ষ বাধে।

কাশ্মীর পুলিশের এক অফিসার জানান, জঙ্গিদের খতম করতে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। গ্রামের একটি ঘরে কার্যত বন্দি হয়ে যায় জাকির মুসা। তাকে প্রথমে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করে উল্টে জওয়ানদের লক্ষ করে গুলি ছুড়তে শুরু করে।

নিম্নমানের রাস্তার কাজ, দুর্নীতির অভিযোগ, তৃণমূল নেতাদের আটকে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

দুর্গাপুর, ২৬ মে(হি.স.): নিয়ম না মেনে রাস্তায় নিম্নমানের কাজের অভিযোগ। তার ওপর কাজ বন্ধ। আর তার জেরে ঠিকাদার ও তৃণমূলনেতাকে আটকে বিক্ষোভ শুরু করল গ্রামবাসীরা। রবিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল কাঁকসার আইমা গ্রামে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় নামে পুলিশবাহিনী।

জানা গিয়েছে, কাঁকসা আমলা(জাড়া) পঞ্চায়েতের আইমা গ্রামে ২১৫৭ ফুট পাশা নিকাশী রাস্তার কাজ চলছিল। এই কাজে বরাদ্দ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। ৮ মাস আগে রাস্তার কাজ শুরু হয়। সম্প্রতি সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আর তাতেই বিপাকে পড়ে গ্রামবাসীরা। নির্বাচন মিটিংতেই গ্রামবাসীরা গ্রামের মাঠে বরাত পাওয়া ঠিকাদার ও স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের স্মার্টিকে আটকে রেখে বিক্ষোভ শুরু করে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাস্তার কাজ কোনও রকম নিয়ম মেনে হচ্ছে না। ৬ ইঞ্চির বদলে ৩-৪ ইঞ্চি ঢালাই করা হচ্ছে। পুরোনো ভাড়াচোর নিকাশী না ভেঙে তার ওপরই প্লাস্টার করে দেওয়া হচ্ছে। সারকার টাকার নয়ছয় হচ্ছে। স্থানীয় বিজেপির যুবকমি সৌমেন শঙ্করনাথ, রাস্তার কাজে দুর্নীতি হয়েছে। পুত্র চুরি হয়েছে। তৃণমূলের পার্টি ফাউন্ডে টাকা টুকেছে। তাই মাঝপথে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। আসল সত্য ঠিকাদারকে গ্রামবাসীদের সামনে প্রকাশ করার অর্জ

ছয়ের পাতায় দেখুন

নজরুল ‘সওগাত’ ও সমকাল

গৌতম রায়

বিংশ শতকের বাংলায় ‘সওগাত’ পত্রিকা একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত এই পত্রিকাটি ১৯১৮ সালে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মুসলমান সমাজের ভেতর আধুনিকতার প্রসার এই পত্রিকাটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। ‘সওগাত’ পত্রিকার সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পর্কটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই সূচিত হয়েছিল।

নজরুল যখন লেখক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেননি, সেই সময়কাল থেকেই ‘সওগাত’ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে স্বপ্নটি হয়েছিল। এই পত্রিকাটির জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে পত্রিকা প্রকাশের প্রাণের সূচনা লগ্ন থেকেই নজরুলের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৩২৬ বৈশাখ সংখ্যায় সওগাত পত্রিকার জন্য যারা গ্রাহক সংগ্রহ করে দিয়েছেন, তাঁদের নামের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। সেই তালিকাতেই উজ্জ্বল উপস্থিতি কাজী নজরুলের।

নজরুলের নাম মুদ্রিত আকারে সেই প্রথম ‘সওগাত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নজরুল কিন্তু তখন তাঁর সৈনিক জীবন কাটাচ্ছেন। সৈনিক হিসেবে তখন তাঁর অবস্থান ৪৯ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদর দফতর করাচিতে। সেখান থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানারকম গল্প-কবিতা-রচনা পাঠাতেন।

‘সওগাত’-এর প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে নজরুলের প্রথম মুদ্রিত রচনা ‘বাইতুলের আত্মকাহিনী’ প্রকাশের আগেও নজরুল বেশ কয়েকটি রচনা সওগাতে প্রকাশের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন।

‘সওগাত’ পত্রিকার সঙ্গে কাজী নজরুলের প্রথম সম্পর্কের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন নিজেই লিখেছেন। ‘সওগাত’ প্রকাশিত হবার প্রায় পরপরই নজরুল করাচি থেকে লেখা পাঠাতে শুরু করেন। প্রচুর লেখা। প্রথমদিকে নজরুল ‘সওগাত’ যেসব লেখা পাঠাতেন, সেগুলির অধিকাংশই ছিল উচ্ছ্বাসপূর্ণ। সেগুলিতে গ্রন্থন নৈপুণ্যের পরিচয় যেমন ছিল না, তেমনই শিল্পনৈপুণ্যের অভাব দেখা যেত।

লেখাগুলি প্রকাশ করা যায়নি। ‘সওগাত’ সঙ্গে নজরুলের প্রথম সম্পর্ক। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, ‘সওগাত’, বিশেষ সংখ্যা, ঢাকা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১, পৃ. ২৭৪, ২৭৫)

প্রথম লেখা ‘বাইতুলের আত্মকাহিনী’ প্রকাশের পর ‘সওগাত’ পত্রিকার সম্পাদক নাসিরউদ্দিন সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়ে নজরুল একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে নজরুল সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের দুরাবস্থা এবং প্রগতিশীল সাহিত্য সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। ‘সওগাত’ পত্রিকাতেই নজরুলের লেখা দ্বিতীয় গল্প ‘স্বামীহারা’ প্রকাশিত হয় পত্রিকার প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দের প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা। আশ্বিন ১৩২৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় নজরুলের দ্বিতীয় কবিতা ‘সমাধি’। নজরুলের জীবনের প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা। আশ্বিন ১৩২৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় নজরুলের দ্বিতীয় কবিতা ‘সমাধি’। নজরুলের জীবনের প্রথম প্রবন্ধ ‘তুর্ক মহিলার ঘোমাঘা খোলা’ প্রকাশিত হয় সওগাতপত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩২৬ বঙ্গাব্দে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই সময় ভারতবর্ষে পত্রিকার ভাঙ্গ সংখ্যা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দে জনৈক হেমেন্দ্রাব্যু ‘তুর্ক মহিলার ঘোমাঘা খোলা’ প্রকাশিত একটি পত্রিকার সঙ্গে সওগাতের সম্পর্কটি স্মরণীয়।

প্রসঙ্গিক কথাবার্তা শেষে নজরুল বলেন, এখন লিখাও অনেক লেখা দেব সওগাতে। সওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে প্রথম সরাসরি পরিচয়ের অব্যবহিত পরেই ‘উদ্বোধন’ নামক একটি গান প্রকাশিত হয় ‘সওগাতে’। সেটিই ছিল নজরুলের লেখা প্রথম গান। বাঙালি লেখা দ্বিতীয় গান ‘কলঙ্কপ্রিয়’ পরবর্তীকালে সওগাতে প্রকাশিত হয়েছিল। সওগাত তৃতীয় সংখ্যাতেই

জনরুলের লেখা ছোটগল্প ‘রাফসী’ প্রকাশিত হয়। এর পর ক্রমে প্রকাশিত হয় ‘বেদনা হারা’, ‘আবাহন’ ইত্যাদি প্রথম পর্যায়ের সওগাতে নজরুলের নয়টি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

বস্তুত করাচি থেকে কলকাতা ফিরে এসে নজরুল জোরদারভাবে সাহিত্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সাহিত্য চর্চার প্রথম পর্যায়ে গল্পকার হিসেবে নজরুলের পরিচিতি পাঠকমহলে গড়ে ওঠে ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকার ভিতর দিয়ে। এই পত্রিকায় তিনি লেখেন, ‘বাবল প্রান্তের শরার’। ওই পত্রিকাতেই লেখেন ‘খোয়া পারের তরণী’। প্রথম জীবনের এই দুটি গল্পে নজরুল পাঠকমহলে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গল্পকার হিসেবে নজরুলের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। মোসলেম ভারত পত্রিকাতে কোরবানি, মোহররম, সাত ইল আরব প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুলির ভার এবং ভার্য আধুনিকতা পাঠক সমাজকে বিশেষভাবে আকর্ষিত করে। বাংলা ভাষার সঙ্গে আরবি ভাষা, বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবি শব্দের সম্মিলন ঘটিয়ে সাহিত্যচর্চায় যে একটি নতুন

প্রকাশ কালে বাজিত অসুবিধার কারণে তিনি সারে দাঁড়ান। মুজাফফর আহমেদ এবং নজরুলের যৌথ সম্পাদনায় ১৯২০ সালের ১২ জুলাই প্রথম প্রকাশিত হয় নবযুগ। তবে পত্রিকাটিতে সম্পাদকের নাম কিন্তু উল্লিখিত ছিল না। পত্রিকার প্রথম পর্ব থেকেই সমসাময়িক ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলি সম্পর্কে পত্রিকায় নানা ধরনের লেখা প্রকাশিত হতো। পত্রিকার প্রধান পরিচালক হিসেবে ফজলুল হকের নাম প্রকাশ্যে মুদ্রিত হত।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মোজাফফর আহমেদ এবং নজরুলের যৌথ উদ্যোগের স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে এই নবযুগ পত্রিকায়। এখানেই নজরুলের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। তাছাড়া খিলাফত, হিজরত, অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ ডায়ারে ‘স্মৃতিস্তম্ভ, ধর্মঘট, মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে? মুখবন্দ ‘কাল আদমিকে গুলি সারা’ বহু বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ ‘নবযুগ’ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধগুলির লেখক তিনি নিজেই ছিলেন।

১৯২১ সালের জুলাই মাসে নজরুল কয়েকদিনের জন্য কুমিল্লায় যান। কুমিল্লা থেকে ফিরে তিনি তাঁর বিখ্যাত ‘ভাঙার গান’ কবিতাটি রচনা করেন। এই কবিতাটি নজরুল দেশব্যপী চিত্তগ্রহণের পত্নী বাসন্তী দেবীর অনুরোধে রচনা করেছিলেন। কবিতাটি সাপ্তাহিক ‘বাংলার কথা’র ১৯২২ সালে জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহী এবং কামাল পাশা এই দুটি কবিতা নজরুল এই সময়ে রচনা করেন। সাপ্তাহিক ‘বিজলীতে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় বিদ্রোহী কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই বছরেই কার্তিক সংখ্যা মুসলিম ভারতে দুটি কবিতা একত্রে মুদ্রিত হয়েছিল।

এই সময় কাজী নজরুলের বিখ্যাত প্রেমের কবিতা ‘বিজয়িনী’ প্রকাশিত হয়। সেই কবিতাটি ও মুসলিম ভারত পত্রিকায় অগ্রহায়ন সংখ্যা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালে এপ্রিল মাসে নজরুল তাঁর আরও একটি নিরসনে ১৯২২ সালের মে মাসে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলির অনুরোধে নজরুল দৈনিক ‘সেবক’ পত্রিকায় যোগদান করেন। সেবক পত্রিকায় কাবুকুত নাম এক ব্যঙ্গ রসাত্মক ধারাবাহিক নজরুল লিখতেন।

১৯২২ সালের ২৫ জুন ছদ্মের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রয়াত হওয়ার পর, সেবক পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ ‘স্মরণ নজরুল একটি অসমান্য সম্পাদকীয় রচনা করেন। নজরুলের মূল রচনা থেকে মুদ্রিত রচনাটিতে কিছু ভিন্নতা ছিল। নজরুলকে না জানিয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাঁর রচনায় হাত দেওয়াতে কবি মারাত্মক ক্ষুব্ধ হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে চির উন্নত শির নজরুল

সংসার কীভাবে চলবে তার তয়োগা না করে, এক কথাতেই সেবক পত্রিকা ত্যাগ করেন।

এই সময়কালে নজরুলের প্রথম গ্রন্থ, যেটি ছিল একটি গল্প সংকলন ‘ব্যাথার দান’ প্রকাশিত হয়। এই ব্যথার দান গল্পগ্রন্থে হেনা, বাবল বরিষণে, ঘুমের ঘোরে, ব্যথার দান, অতপ্ত কামনা, রাজকন্দীর চিঠি ইত্যাদি গল্প সংকলিত হয়েছিল। ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকটে নজরুল তাঁর ‘ব্যাথার দান’ গ্রন্থের স্বল্প মাত্র ১০০ টাকায় আজিজুল হকের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯২২ সালের ১২ আগস্ট নজরুলের সম্পাদনায় ‘ধুমকেতু’ পত্রিকার প্রথম আত্ম প্রকাশ ঘটে। আত্মপ্রকাশ কালে ধুমকেতু ছিল অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি আশীর্বাদ বাণী পাঠান। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, “কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু, আয় চলে আয়, রে ধুমকেতু, আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, দুর্দিনের এই দুর্গিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন। অলক্ষণের তিলক রেখা। রাতের ভালে হোক না লেখা, জাগিয়ে দেরে চমক মেরে আছে যারা অর্ধচেতন”।

রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাণীটি ধুমকেতু পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায়

সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপরে প্রকাশিত হত। ধুমকেতু প্রকাশ ঘিরে মুজাফফর আহমেদ নানাভাবে নজরুলকে সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি ‘ঐচ্ছায়ন’ ছদ্মনামে ধুমকেতু পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাছাড়াও বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা নজরুল বন্ধু নূপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, হুগলি বিদ্যালয়মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বৃপতি মজুমদার, বীরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ ধুমকেতু পত্রিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে নজরুলকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। নূপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকায় ‘ত্রিশূল’ ছদ্মনামে লিখতেন। এই পত্রিকায় প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হুমায়ূন কবির এবং বলাই শেখ শর্মা নিয়মিত লিখতেন।

ধুমকেতু পত্রিকাতেই প্রথম নজরুলের বিখ্যাত ধুমকেতু কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই ধুমকেতু পত্রিকাটিতেই প্রথম নজরুল ভারতের নগ্ন পূর্ণস্বামীনতার দাবি জানান ১৯২২ সালের ১৩ অক্টোবর। ধুমকেতুতে নজরুল লেখেন ‘স্বরাজ টরাঙ্গ বৃষ্টি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রক্ষা ভাবে করে থাকেন। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনও বিদেশির মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শাসনভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে বৌচকা গুটিলি বেঁধে সাগর পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন পিবেদন করলে তাঁরা শুনেবেন না। তাঁদের অতৃপ্ত সুবিধি এখনই খান। ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর লেখার স্বরাজ পাঠির মুখপত্র ‘লাঙ্গল’ের প্রকাশ ঘটে। এই পত্রিকায় প্রধান পরিচালক হিসেবে কাজী নজরুলের নাম প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক হিসেবে কাজী নজরুলের নাম প্রকাশিত হয় মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম। লাঙ্গল পত্রিকার প্রথম সংখ্যতে নজরুলের বিখ্যাত কবিতা ‘সাম্যবাদী’ প্রকাশিত হয়। সেই যথাক্রমে কৃষ্ণকণের গুণা এবং স্বস্বাস্যতে কবিতা দুটি প্রকাশিত হয়।

চলবে (সৌজন্যে ঐ-স্টেটসম্যান)



স্মরণে মননে...



জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে মেট্রো ও রেলের বিশেষ পরিষেবা

কলকাতা, ২৬ মে (হি.স.) : রবিবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কলকাতা মেট্রো রেল। রবিবার ১১০ টি মেট্রোর বদলে ১১৮ টি মেট্রো চলবে বলে জানিয়েছিল মেট্রো রেল।

রবিবার সাধারণভাবে সকালে ৯.৫০ মিনিট থেকে চালু হয় কলকাতার মেট্রো রেল পরিষেবা। কিন্তু জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে রবিবার কবি সুভাষ থেকে নোয়াপাড়া এবং নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ এই দুই দিকেই সকাল ৮

টা থেকে চালু করে দেওয়া হয় মেট্রো পরিষেবা। নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষগামী প্রথম মেট্রো টি চালু করা হয় ৮:২২ মিনিট থেকে।

অন্যান্য শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পরীক্ষার্থীদের যাতে শুধুমাত্র সড়ক পরিবহনের উপর নির্ভর করতে না হয় সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার দিন বিশেষ পরিষেবা দিতে চেয়েছিল কলকাতা মেট্রো।

এছাড়া রবিবার ট্রেনের সংখ্যা সপ্তাহের অন্যান্য দিনের চেয়ে কম থাকে, কিন্তু এদিন পরীক্ষার

কথা মাথায় রেখে আর পাঁচটা সাধারণ দিনের মতই পরিষেবা দেবে তারা।

কারণ বিভিন্ন জেলা থেকে বহু পরীক্ষার্থী কলকাতায় পরীক্ষা দিতে আসেন। হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনে অন্যান্য কাজের দিনের মতোই সব ইএমইউ লোকাল ট্রেন চালানো হয়। হাওড়া শাখায় সকাল থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত সব লোকাল ট্রেন চালানো হবে। অন্যদিকে শিয়ালদহ শাখায় সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত সব লোকাল ট্রেন চালানো হবে।

রাজৌরিতে গভীর রাতে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

রাজৌরি, ২৬ মে (হি.স.) : গভীর রাতে ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। পাকিস্তানিদের ছোড়া গুলিতে গুরুতর আহত এক তরুণ। পাল্টা যোগা জবাব ভারতের।

শনিবার গভীর রাত ১২টা নাগাদ জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরির নৌসেরা সেক্টরে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে অবিরাম ধারায় গোলা বর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। মর্টার ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে চলতে থাকে গোলা বর্ষণ। মূলত ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং স্থানীয় গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পাকিস্তান। পাল্টা যোগা জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। পাকিস্তানের গোলায় গুরুতর আহত হন মহম্মদ ইশাক নামে এক তরুণ।

আশঙ্কাজনক তাকে স্থানীয় সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে নৌসেরার হাসপাতালে তাকে ভর্তি করানো হয়। পরে ওই তরুণকে জম্মুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। মহম্মদ ইশাকের বাড়ি নৌসেরার পোকরানিতে।

বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের

সম্ভাবনা কেরলে

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ মে (হি.স.) : আগামী ২৪ ঘণ্টায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কেরলে। সপ্তে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বইবে ঝড়ো হাওয়া।

রবিবার আবহাওয়া দফতর থেকে এমনই জানানো হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর থেকে এই পূর্বাভাস পাওয়াও পর চূড়ান্ত সতর্ক রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তারা।

ইতিমধ্যেই মৎসজীবীদের সমুদ্রে টুলার নিয়ে যেতে বারণ করা হয়েছে। রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি হয়েছে।

যদিও আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে রাজ্যের বিক্ষিপ্ত কয়েকটি জায়গায় এই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হবে, কিন্তু আগাম সতর্ক প্রশাসন। নেওয়া হয়েছে সমস্ত রকমের আপাতকালীন ব্যবস্থা।

আবহাওয়ার দফতরের তরফে বলা হয়েছে দক্ষিণপূর্ব আরব সাগরে ঘূর্ণবত তৈরি হয়েছে। তার জেরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যা বইবে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়। এমনকি ঝড়ের গতি ৫০ কিলোমিটারও হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

পাঁশকুড়ায় তৃণমূলের পার্টি অফিস পুড়ে ছাই অভিযোগের তির বিজেপির দিকে

কলকাতা, ২৬ মে (হি.স.) : লোকসভা ভোটে বিজেপি ভাল ফল করার উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো কর্মীদের চোখে মুখে। কিন্তু বিজেপির উত্থানে ক্রমশ রাস হালকা হচ্ছে অধিকারীর গড়ে। পূর্ব মেদিনীপুর মানে অধিকারীর গড়। বিধানসভার, গ্রাম পঞ্চায়েতে ভাল ফল করলেও লোকসভা ভোটে নিরীখে ভোট কমেছে তৃণমূলের। এতে কর্মীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতন বিজেপি কর্মীদের।

তমলুক লোকসভা বলুন বা ঘটাল লোকসভা তৃণমূল জিতলেও বিজেপির বিজয় মিছিল বেরিয়েছে প্রায় অনেক জায়গায়। এরইমধ্যে ঘটাল লোকসভার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া বিধানসভা এলাকায় ৭ নম্বর ওয়ার্ডে মধুসূদন বাড়ি এলাকার তৃণমূলের পার্টি অফিস শনিবার গভীর রাতে পোড়ানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে।

পাঁশকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নন্দকুমার মিশ্র বলেন, আমাদের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে মধুসূদন বাড়ি এলাকায় তৃণমূল কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। মমতা ব্যানার্জির ফ্লেক্স ফেস্টুন আমাদের

কাগজপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কারণ ৭ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় ৯৬ টি ভোটে লিড পেয়েছে বিজেপি প্রার্থী ভারতী যোষা। বিজেপি ওই এলাকার রাশ নিজেদের হাতে রাখতে কর্মীরা সর্মথকরা আমাদের পার্টি অফিস আগুনে ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমরা পাঁশকুড়া থানায় ডায়েরি করেছি পুলিশকে বলেছি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দোষীদের খুঁজে বার করার। যদিও পাঁশকুড়া পৌরসভার বিরোধী কাউন্সিলর সিন্টু সেনাপতি বলেন, সম্পূর্ণ অভিযোগ ভিত্তিহীন। রাতের অন্ধকারে সাত নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও গুন্ডার দলের কর্মীদের নিয়ে পার্টি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে দোষ চাপাতে চেয়েছে বিজেপির ধারে। কারণ ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিজেপি ভাল লিড দেবার কারণে তৃণমূলের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়েছে সাধারণ মানুষ।

তাই ওখানে বিজেপিকে বদনাম করার জন্য তৃণমূল এক কাণ্ড ঘটিয়েছে এই ঘটনায় বিজেপি কোন নেতাকর্মী জড়িত নয় বলে জানান বিজেপি নেতা সিন্টু সেনাপতি।

শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে ঢুকতে পারে ১৫ আইসিস জঙ্গি, দাবি গোয়েন্দা রিপোর্টে

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ মে (হি.স.) : শ্রীলঙ্কা হয়ে জলপথে আইসিস জঙ্গিরা ভারতে ঢুকতে পারে। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে এমনই দাবি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে কেরলের উপকূলবর্তী অঞ্চলে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। গোয়েন্দা রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে ১৫ জন আইসিস জঙ্গি নৌকা করে শ্রীলঙ্কা থেকে লাক্ষাদ্বীপ যাবে। তারপর গোট্টা দেশে ছড়িয়ে যাবে তারা। সেই জন্য কেরলের উপকূলবর্তী পুলিশ বিভাগকে সতর্ক করা হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এমনটা করা হয়েছে। রাজ্যের উপকূলবর্তী পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে শ্রীলঙ্কায় সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকে প্রশাসন সতর্ক। মাছের টুলার থেকে শুরু অন্যান্য জলযানের উপরেও কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। কেরল পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা জানান, শ্রীলঙ্কায় জঙ্গি হামলার পরেই উপকূলবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারিই ছিল। তবে এই বার গোয়েন্দাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য এসেছে। উপকূলবর্তী সব থানাকে সতর্ক করা হয়েছে। সমুদ্রে কোনও সন্দেহজনক নৌকা দেখা গেলেই যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মৎসজীবীদেরও সতর্ক করা হয়েছে। সন্দেহজনক কোনও গতিবিধি তাদের নজরে পড়লে যেন উপকূলরক্ষী বাহিনীকে তারা খবর দেন। ১১ এপ্রিল শ্রীলঙ্কায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে আইসিস। বিস্ফোরণের ফলে প্রায় ২৫০ বেশি নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায় বলে জানা গিয়েছে।

ছত্রিশগড়ে খুন এক কংগ্রেসকর্মী, অভিযোগের তির মাওবাদীদের দিকে

বিজাপুর, ২৬ মে (হি.স.) : ধারালো অস্ত্র দিয়ে মৃগশয় ভাবে কুপিয়ে খুন করা হল এক কংগ্রেসকর্মীকে। শনিবার গভীর রাতে চাক্ষু্যাকর ঘটনাটি ঘটেছে ছত্রিশগড়ের বিজাপুরে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান মাওবাদীরা এই খুনের পেছনে জড়িত।

পেশায় অটোরিক্সা চালক বছর ৩০-এর সহস্বেব সম্রাট খোতাপাড়া এলাকায় কংগ্রেস কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। শনিবার রাতে বৈরমগড় শহরে কোস্টপাড়া এলাকায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে ফেরার পথে চার থেকে পাঁচ জন দুহৃত্তী সহস্বেবের পিছু নেয়। পাল্লাতে গেলে সহস্বেবের উপর চড়াও হয়ে লাঠি দিয়ে প্রথমে বেধড়ক মারধর করা হয় সহস্বেবকে। পরে কুঠার জাতীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় তাকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সহস্বেবের। এরপর চম্পট দেয় দুহৃত্তীরা। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করে দেখাচ্ছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান এর পেছনে মাওবাদীদের হাত রয়েছে।

রবিবার সকালে গোট্টা এলাকা থমথমে ছিল। মৃতের পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। অভিযুক্তরা এখনও অধরা।

বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণের গাড়ি লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ

কলকাতা, ২৬ মে (হি.স.) : রাজ্যের বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণের গাড়ি ও তাঁকে লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ উঠল। তবে নিরাপত্তারক্ষী থাকায় কোনওমতে বেঁচে যান তিনি। কোনও আঘাত তাঁর লাগেনি বলেই খবর। যদিও তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

কোচবিহারের মাথাভাড়া ২ নম্বর রকের বড় শোলমারি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিজের নির্বাচনী এলাকার বড় শোলমারি গ্রামে হাজির হয়েছিলেন বনমন্ত্রী। লোকসভা ছয়ের পাঠায়

পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডে মৃদু ভূমিকম্প

কলকাতা, ২৬ মে (হি.স.) : মৃদু ভূমিকম্পে কৈপে উঠল পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের একাংশ। রবিবারসন্ধ্যা সকালে হওয়া এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৮।

কম্পন অনুভূত হতেই বহু মানুষ ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কোনও ক্ষয়ক্ষতি না হলেও প্রশাসন তৎপর রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিন সকাল ১০টা ৩৯মিনিট নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়। ঝাড়খণ্ডের গিরিডি, জামতারা এবং দুমকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে কম্পন অনুভূত হয়।

উল্লেখ যোগ্য বিষয় বাঁকুড়ায় বেশ ভালোভাবে টের পাওয়া গিয়েছে কম্পন। বেশ কয়েক সেকেন্ড কম্পন অনুভূত হয়েছে প্রায় সব জেলাতেই। এমনকি উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলাতে কম্পন অনুভূত হয়। আপাতত কোনও ক্ষয়ক্ষতি না হলেও ওই চার জেলা সহ রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল এবং রানীগঞ্জ এলাকায় অনুভূত হয়েছে কম্পন। গোট্টা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে পুলিশ প্রশাসন।

আমেঠিতে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, তদন্তে পুলিশ

আমেঠি, ২৬ মে (হি.স.) : প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে গুলি করে খুন। শনিবার রাতে চাক্ষু্যাকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের আমেঠিতে।

রবিবার জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দয়া রাম বলেন, বছর ৫০-এর সুরেন্দ্র সিং নামে বারাওলিয়ার প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে মাথায় গুলি করে খুন করা হয়। নিজের বাড়িতে দুষ্কৃতীদের গুলিতে শনিবার রাত ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ খুন হন সুরেন্দ্র সিং। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে রেফার করে দেওয়া হয় লখনউতে। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর। গোট্টা ঘটনার তদন্ত করে দেখাচ্ছে জামোহ থানার পুলিশ। সুরেন্দ্র সিং-এর মাথায় গুলি করা হয়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে দুইজনকে আটকও করা হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

এর সঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা জড়িত কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

লোকসভা নির্বাচনে বারাউলি গ্রাম সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছিল। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বারো অভিযোগ করেছিলেন যে রাহুল গান্ধীকে অপমান করার জন্য বাড়ি বাড়ি জুতো সরবরাহ করেছেন স্মৃতি ইরানি। স্মৃতি ইরানি একনিষ্ঠ সর্মথক হওয়ায় এই জুতো সরবরাহ করার অন্যতম দায়িত্বে ছিলেন সুরেন্দ্র সিং। উল্লেখ্য আমেঠিতে স্মৃতি ইরানির কাছে ৫৫১২০ ভোটে পরাজিত হয়েছেন রাহুল গান্ধী।

সোমবার বারাণসী আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বারাণসী, ২৬ মে (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পাওয়ার পর সোমবার বারাণসী আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে গিয়ে বিপুল জয়ের জন্য ভোটারদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন তিনি বলে জানা গিয়েছে। শনিবার রাতে টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, আমার প্রতি পুনরায় আস্থা রাখার জন্য এই মহান ভূমির জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে কাশীতে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী সফর ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে গোট্টা বারাণসী জুড়ে। এর মধ্যে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং বাড়া লালপুরের হস্তকলা সাকুলে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সোমবার বারাণসী গিয়ে প্রথমে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজা দেননি তিনি। পরে একটি জনসভায় ভাষণ দেননি। বিজেপি সূত্রে খবর ওইদিন রোড শোও করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। জেলাশাসক সুরেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এই বারাণসী লোকসভা কেন্দ্রে নিকটতম প্রতিদ্বন্দী সমাজবাদী পার্টির শালিনী যাদবকে ৪৯২৫০৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক ৩০৩টি আসন বিজেপি। অন্যদিকে মিলিত ভাবে এনডিএ জোট পেয়েছে ৩৫৩টি আসন।

গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই, সুরেন্দ্র সিং হত্যাকাণ্ডে দাবি রীতা বহুগুণার

আমেঠি, ২৬ মে (হি.স.) : স্মৃতি ইরানির সহযোগী তথা স্থানীয় বিজেপি নেতা সুরেন্দ্র সিং-এর খুনের ঘটনায় নিদায় সরব বর্ষীয়ান বিজেপি নেত্রী রীতা বহুগুণা। এই হত্যাকাণ্ড মেনে নেওয়া যায় না। গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই। দোষীরা কঠোর শাস্তি পাবে বলে জানিয়েছেন রীতা বহুগুণা।

বিজেপি নেতার খুনের ঘটনায় আমেঠি পুলিশ সুপার রাজেশ কুমার বলেন, কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অনেক তথ্য পুলিশের কাছে এসে পৌঁছিয়েছে। রাজনৈতিক শত্রুতা থেকে খুন কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ সন্দেহ পূর্বনো শত্রুতা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে সুরেন্দ্র সিং-এর পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে এটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এই প্রসঙ্গে তাঁর আত্মীয় চন্দ্রপাল সিং বলেন, এটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। রাজনৈতিক শত্রুতার জেরে খুন হতে হয়েছে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানকে। এই হত্যাকাণ্ডে জন্য উচ্চপর্যায় তদন্ত কমিটি গড়ার দাবি জানিয়েছে বিজেপি। দলের স্থানীয় নেতা রাজেশ আগরাহারি জানিয়েছেন, আমেঠিতে দলীয় সভাপতির পরাজয়ের পরে হত্যা হয়ে পড়েছে কংগ্রেস। এই হত্যাকাণ্ডে তদন্তের জন্য উচ্চপর্যায় তদন্ত কমিটি গড়া হোক। দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

বছর ৫০-এর সুরেন্দ্র সিং নামে বারাওলিয়ার প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে মাথায় গুলি করে খুন করা হয়। নিজের বাড়িতে দুষ্কৃতীদের গুলিতে রবিবার ভোররাত ৩টে নাগাদ খুন হন সুরেন্দ্র সিং। দুহৃত্তীরা বাইকে করে এসে এই হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় দুহৃত্তীরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে রেফার করে দেওয়া হয় লখনউতে। সুরেন্দ্র সিং-এর মাথায় গুলি করা হয়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর।

ছয়ের পাঠায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ভারমিলিওন ক্লিফ লাল কেন হয়? তোমার স্বামী হয়ে গর্বিত টুইটারে প্রিয়াক্ষকে বার্তা নিকের

আরিজেনার প্রান্ত ক্যানিয়ন এবং টানের ঝাংগি ন্যাশনাল জিও পার্কের রঙনুর মতো পাহাড়ের রঙ দেখে অবাক হতে হয়। এদের মধ্যে সাধারণ যে জিনিসটি দেখা যায় তা হচ্ছে লাল রঙের শিলা। এই পাথরগুলো এতো লাল হল কীভাবে? এর কারণ হচ্ছে আয়রণ, এটি অন্য উপাদানের সাথে মিলিত হয়ে এমন খনিজ তৈরি করে যা লাল রঙের মারিচার মত হয়। পৃথিবীতে আয়রণ আসে প্রাচীন সুপারনোভা ঘটনার মাধ্যমে, বড় নক্ষত্র শক্তি থেকে দৌড়ে বের যে আসে এবং ফলা যায়। এই তারার পতনের ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে নতুন শক্তি নির্গত করে। এর ফলে অনেক উৎপান মিলিত হয় এবং ভারী উপাদান তৈরি করে, যার মধ্যে আয়রণও থাকে।

এই ধরনের পতনে ফলে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, এই পতিত তারা বাহ্যিকভাবে বিস্ফোরিত হয় এবং উপাদানগুলো পাঠায়। যখন পৃথিবী গঠিত হয় তখন আয়রণ সহ এর চার পাশের উপাদান গুলোর গুচ্ছকে আকড়ে ধরে। প্যানসিলভেনিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক টেরি এনজেলার বলেন, পৃথিবীর প্রথম দিকে আর্কিয়ান যুগে বায়ুমণ্ডলে খুব কম অক্সিজেন ছিল। অক্সিজেন ছাড়া আয়রণজলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায়। একারণেই পৃথিবীর প্রথম আর্কিয়ান মহাসাগরে প্রচুর পরিমাণে আয়রণ দ্রবীভূত থাকে। যদি ফটোসিস্থেসিস এর মাধ্যমে এককোষী জীবগুলো অক্সিজেন উৎপন্ন করা শুরু করে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখান সূর্যের আলো ব্যবহৃত হয় জল এবং কার্বনডাইঅক্সাইড এর মধ্যকার প্রতিক্রিয়াকে শক্তি সরবরাহের জন্য যাকার্বাইড্রেট বা অক্সিজেন

তৈরিতে ভূমিকা রাখে। এই অক্সিজেন সমুদ্রে যায় এবং আয়রণের সাথে মিলিত হয় এবং আয়রণের অক্সাইড নামক খনিজ যেমন হারমাটাইট যা প্রায়ই লালরঙের হয় এবং মাগনেটাইট সৃষ্টি করে। কেপ বলেন, জারণ প্রক্রিয়া মরিচা হওয়া খুব সাধারণ বিষয়, যেখানে বাতাসে ধাতুর সাথে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং মরিচা তৈরি হয়। পাহাড়ের শিলায় হারমাটাইট এবং মাগনেটাইট এর মত খনিজের সামান্য দানা থাকে যার মধ্যে আয়রণ থাকে। এই খনিজগুলোতে জারণ হয় এবং মরিচা পরে, যা পাহাড়কে লাল করে তোলে। এনজেলার বলেন, এই খনিজের সৃষ্টির ফলেই ডোরাকটা আয়রণ গঠিত হয়, যা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়রণের ভান্ডার। আয়রণের গঠন ডোরাকটা হওয়ার কারণ হচ্ছে, হারমাটাইটের স্তরের মাঝে সিলিকার স্তর থাকে, যা

পাললিক শিলার স্তরের মাঝে চিল প্রায় প্রাচীন আর্কিয়ান থেকে মধ্য প্রোটেরোজিক যুগে। ডোরাকটা আয়রণের গঠন দেখা যায় ব্রাজিল এর কারাজেস এ, কানাডার লেক সুপেরিওর এ, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার হোমারসলে বেসিন এ, উত্তর চীনে এবং সিনেসোটা এর মেসাবি আয়রণ রেঞ্জ এ। আরিজোনা এর ভারমিলিয়ন ক্লিফ এর লাল রঙ আসে আয়রণসমৃদ্ধ খনিজ থেকে যা এর পাশের পাললিক শিলায় ছড়ানো থাকে। কেপ বলেন, লাল বেলে পাথর পশ্চিম আমেরিকায় খুবই কম। এদের পাওয়া যায় স্যাডোনা, আরিজোনা এবং ক্যালিফোর্নিয়ার মোজভ মরুভূমিতে রেড রক ক্যানিয়ন স্টেট পার্ক এ। মন্টানা, কলোরাডো এবং থ্যাড কাহামিয়নের রেড ওয়াল লাইমস্টোন ক্লিফ ও লাল শিলায় গঠিত।

মহানগর ওয়েবডেস্ক: খুব কম মানুষই আছেন যারা ভালোবাসার মানুষ খুঁজে পান এবং তাঁদের সঙ্গে সারা জীবন কাটান। তার মধ্যে অন্যতম হলেন নিক-প্রিয়াক্ষ। তবে প্রিয়াক্ষকে নিক যে কতটা ভালোবাসেন তা তিনি প্রকাশ করে ফেললেন সর্বসমক্ষে। জানান, প্রিয়াক্ষ আমার ভালোবাসা। গর্ববোধ হয় যে আমি প্রিয়াক্ষের স্বামী। বন্ধুত্ব থেকে শুরু হওয়া যাত্রাটা যে কবে প্রেমে পরিণত হয়ে গেল জানি না। এর পর দেখা সাক্ষাত করা, তারপর বিয়ে। এইসব কিছুতে জীবন আনন্দে ভরে উঠেছে। তিনি লেখেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে কথা শুরু হয়। তারপর প্রিয়বন্ধু, আমার বিশ্বাস, আবেগ এবং আমার সুন্দর বউ হয়ে ওঠে। তবে এখানেই শেষ হরানি নিকের প্রেমের কাহিনী। পপস্টার আরও জানান, এক বরের আগে আমার বন্ধুদের সঙ্গে 'বিউটি



অ্যান্ড দি বিস্ট" ছবি দেখতে যাই। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রিয়াক্ষ। বন্ধু থেকে যে আমার বউ হয়ে উঠবে তা জানা ছিল না। আমাদের যাত্রাটা যেন সারাজীবন এভাবেই কাটে। প্রিয়াক্ষকে উদ্দেশ্য করে তিনি

লেখেন, প্রতিদিন তুমি আমার মুখে হাসি ফোটাও। আমাকে অনুপ্রাণিত কর আরও ভালো কিছু নিজে মধ্য আনার জন্য। আমাকে তুমি বেশ তৈরি করতে চাও। গর্বিত বোধ করি যে আমি তোমার স্বামী। আমি তোমাকে

ভালোবাসি প্রিয়াক্ষ। তবে নিক-প্রিয়াক্ষের ভক্তরা তাঁদের নাম দিয়েছেন "নিয়াক্ষ"। এই নামে বেশ কিছু দুজনই। ২০১৮-এ এছাড়াও প্রায় ১০০-এর বেশি মানুষের নামে "নিয়াক্ষ"। হিন্দু এবং খ্রিস্টান রীতি মেনেই দুজনের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

মিথো বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আজি এক জায়গায় কিন্তু বলাই অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অনোর কাছে ব্যস্ত মানুষের মন ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে ফাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনো রকম মিথ্যা কথা বললে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং ফোনে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যা বলছে তা ধরে ফেলা যাবে।

গুজবের যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যা বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেন প বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যা বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানের ভাষায় অটোনোমিক নাভার্স সিস্টেম

আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। আরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো কিছুটা মিলেছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়।

তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। আরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো কিছুটা মিলেছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? বাড়ির বাইরে বের হওয়া এবং গাড়িতে ওঠা ছাড়া অন্য সময়গুলো কেমন থাকে। তখন কোনো সমস্যা হয় কিনা? যেকোনো চাপ সামলানোর ক্ষমতা কতটুকু? মানসিক চাপের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পদ্ধতিগুলো কেমন এবং কতটুকু কার্যকর?

যা হোক, প্রতিটি মানুষের একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া হলো, যখন মানুষ চাপে পড়ে তখন মনের অজান্তে কিছু বিষয় কাজ করতে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে অটোনোমিক নাভার্স সিস্টেম। অটোনোমিক নাভার্স সিস্টেম হলো, এমন একটি পদ্ধতি যেটি অটো অটো অর্থাৎ নিজে থেকেই কাজ করতে থাকে। যার কাজের মধ্যে হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাস মেইনটেইন করা, পায়খানা প্রশ্রাব কন্ট্রোল করা, গরম ঠাণ্ডার অনুভবগুলোকে বোঝা, ভয় রাগ দুঃখ সহ অবেগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হঠাৎ কোনো ভয় বা ভয়ের কারণে এই অটোনোমিক নাভার্স সিস্টেমের একটি অংশ দ্রুতই একটিত হয়ে যায় বা প্রভাব বিস্তার করে। তখন মানুষের এমন সমস্যা হতে পারে। এটি কোনো কোনো মানসিক রোগের কারণেও হতে পারে। একবার দুবার হওয়াটা অব্যাহত নয়, কিন্তু আপনি যেভাবে লিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রে বারবারই হচ্ছে এবং এসমস্যাটি আপনাকে

খুবই ভয়গাচ্ছে। যদি আপনার অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকে এবং উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার খুব কিছু বলার না থাকে তবে, আপাতত আপনি সকালে টেকবাল্ট নেস্টিটাল ৫ মিলিগ্রাম পুরনো পথে পাবেন। আপনার সমস্যা কমবে। হাপানী বা ডায়াবেটিস না থাকলে সাথে ট্যাবলেট ইনভেভার ১০ মিলিগ্রাম, সকালে ও রাতে একটা করে খেতে পারেন। সব সময় মনে রাখবেন কমানোর জন্য আরো অনেক কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে। যেহেতু আপনি চর্চগ্রামে থাকেন, সেহেতু চেষ্টা করবেন সরাসরি সেখানে কারো সঙ্গে দেখা করে উপযোগী বা রিলাকেশন পদ্ধতি শিখে নেওয়ার। সব সময় মনে রাখবেন সরাসরি ডাক্তারের সাথে কথা বলুন। একজন নিরাপত্তা বিশেষকর বলেন, এটি খুবই বিষয়কর যে গুণাল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে। ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহার করেন।

বাবা নন, অক্ষয় কুমারের ছেলের স্টাইল আইকন কি সলমন খান

ওয়েবডেস্ক: প্রমুখ উঠছে। কারণ, অক্ষয় কুমারের ছেলে আরব ডিটায়ার সঙ্গ একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়া এশেছে। সেই ছবিতে তার চুলের স্টাইল প্রমুখা উল্লেখ দিয়েছে। এমনিতে ছেলেকে মিডিয়ায় ছোঁয়া থেকে দূরে রাখতে চান অক্ষয়। ছেলে সিনেমায় আসবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে এডিয়ে গিয়েছেন তিনি। ১৬ বছরের আরব বিশেষ পড়াশুনা করছে। যতই মিডিয়া থেকে ছেলেকে দূরে রাখুন অক্ষয়, বিশেষ থেকে বাড়ি ফেরার সময় কামেরায় ধরা পড়ে গেল সে। লন্ডন থেকে ফিরে মায়ের সঙ্গে বিমানবন্দর থেকে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। ছবিটা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাল হয়ে গেল। কারণটা কী? একটা কারণ বলা যেতেই পারে তা হল আরবের চুলের স্টাইল। সলমনের "তেরে নাম" ছবির মতো। ওই ছবির প্রথম অর্ধ ধরে সলমনের চুলের স্টাইল ঠিক যেমন ছিল, সে রকমই চুল রেখেছে আরব। তাই প্রশ্ন উঠছে, বাবা নন, অক্ষয়ের ছেলের স্টাইল আইকন কি সলমন।

বিশ্বের সবথেকে ছোট গাড়ি!

যদি প্রশ্ন করা হয় এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রথম সব থেকে ছোট গাড়ি কোনটি? এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত? আপনি ঢোক গিলে তরিঘড়ি করে আপনার হাতের স্মার্টফোনটি ঘটিতে শুরু করে দেবেন।

তবে আপনাকে বলি এই মুহূর্তে বিশ্বের সর্বপ্রথম ছোটগাড়ির নাম পিল পি-৫০। একম ছোটখাটো এরদৈর্ঘ্য ছিল ৫৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৩৯ ইঞ্চি। ওজনও ছিল মাত্র ৫৯ কিলোগ্রাম। এতে কোনো ব্যক গিয়ার বা রিভার্স গিয়ার ছিল না। অনেকটাই চমকপ্রদ। যতদূর জানা যায়, গাড়িটি প্রথম তৈরি

করা হয়েছিল ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে। ব্রিটেনের পিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এটি তৈরি করেছিল।

২০১০ সালে গিনেস বুক অফ রেকর্ডের তালিকায় নাম লিখিয়েছিল পিল। পিল পি ৫০ তৈরি করা হয়েছিল শহরের সীমিত পিল পি-৫০। একম ছোটখাটো এরদৈর্ঘ্য ছিল ৫৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৩৯ ইঞ্চি। ওজনও ছিল মাত্র ৫৯ কিলোগ্রাম। এতে কোনো ব্যক গিয়ার বা রিভার্স গিয়ার ছিল না। অনেকটাই চমকপ্রদ। যতদূর জানা যায়, গাড়িটি প্রথম তৈরি

গাড়িটা হাতে তুলে পিছনে টেনে নিয়ে যেতে চারতেন। গাড়িটির বিশাল বলা হয়েছিল, গাড়িটির ডিজাইন করা হয়েছে একজন মানুষ আর একটি শপিং ব্যাগ বহনের উপযোগী করে। এছাড়াও পিল গাড়ির মাত্র একটি দরজা আর একটি উইন্ড স্ক্রিন ওয়াইটিয়া। ওজন কম হওয়ায় এটাও একটি কারণ। পিল সম্ভব এই গাড়িটি খুব বেশি তৈরি করেনি। মাত্র ৫০ টি তৈরি করেছিল। পরে ২০১০ সালে আবার নতুন করে এ গাড়ি তৈরি করা শুরু হয়।

জিমেইলে পাঠানো বার্তা পড়ছে অন্য কেউ

জিমেইল ব্যবহার করে যে বার্তা পাঠানো কিংবা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা কেবল মেশিনই না, কখনও কখনও থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ডেভেলপার পড়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সার্চ জায়ন্ট গুগল।

থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে অফিসিয়াল অ্যাপ ছাড়া তৃতীয় কোনো নির্মাতার অ্যাপকে বোঝানো হয়। যেমন আপনি যদি ফেসবুক, গুগল কিংবা টুইটারের অ্যাপ প্লে স্টোরে খোঁজেন, তবে দেখবেন তাদের নিজস্ব অ্যাপ ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ সেখানে রয়েছে। যেগুলো অন্যান্য ডেভেলপারের তৈরি। এগুলোই হচ্ছে থার্ড পার্টি অ্যাপ। অন্য কথায় কোনো কাজের কিংবা সার্ভিসের জন্য আগে থেকেই তৈরি অফিসিয়াল অ্যাপ থাকার পরও একই কাজের জন্য

থার্ড পার্টি ডেভেলপাররা যেসব অ্যাপ বানান সেগুলোই থার্ড পার্টি অ্যাপ। এই তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অসচেতনভাবে তাদের কর্মীদের জিমেইলের বার্তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়াশিংটন ডি.সি. জার্নালকে একটি কোম্পানি জানিয়েছে, এটি খুবই স্বাভাবিক চর্চা। যেটি খুবই নোংরাভাবে গোপন রাখা হয়। কিন্তু এ ধরনের চর্চা তাদের নীতিমালার বাইরে নয় বলে আভাস দিয়েছে গুগল। একজন নিরাপত্তা বিশেষকর বলেন, এটি খুবই বিষয়কর যে গুণাল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে। ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহার করেন।

থার্ড পার্টি ডেভেলপাররা যেসব অ্যাপ বানান সেগুলোই থার্ড পার্টি অ্যাপ। এই তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অসচেতনভাবে তাদের কর্মীদের জিমেইলের বার্তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়াশিংটন ডি.সি. জার্নালকে একটি কোম্পানি জানিয়েছে, এটি খুবই স্বাভাবিক চর্চা। যেটি খুবই নোংরাভাবে গোপন রাখা হয়। কিন্তু এ ধরনের চর্চা তাদের নীতিমালার বাইরে নয় বলে আভাস দিয়েছে গুগল। একজন নিরাপত্তা বিশেষকর বলেন, এটি খুবই বিষয়কর যে গুণাল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে। ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহার করেন।

হারি পটারের জগত জন্মদিন পালন শিল্পা শেটির ছেলে ভিয়ানের

অমরনাথ, মুম্বইঃ ২০১২ সালে জন্ম। এই বিশেষ দিনেই ছেলে হিসেবে ভিয়ানাকে পেয়েছিলেন অভিনেত্রী শিল্পা শেটি ও রাজকুমারী। ছেলে আজ ৭ বছরের, আর তাই এই বিশেষ দিনটিকে আরো স্পেশাল করে তুলতে অভিনেত্রী বার্থডে পার্টির থিম রেখেছেন শৈশব জগতের প্রিয় চরিত্র হারি পটারের উপর। আর এই পার্টির মাধ্যমে শিল্পা শেটির ঘরে হারি পটারের জগত-এর দর্শন করতে নিজের খুদে তারকাদের সাথে উপস্থিত হন সলমন খানের বোন অর্পিতা খান শর্মা, ফারাহ খান, তাহিরা কাশ্যাপের মতো বলিউডের একাধিক তারকা।

মিয়ার সাথে নায়িকা প্রতি মুহূর্তে দেশি সুন্দরী। একই ছবিতে ছিলেন সলমন, ঐশ্বর্য এবং অভিষেক, আর তাই এই বিশেষ দিনটিকে আরো স্পেশাল করে তুলতে অভিনেত্রী বার্থডে পার্টির থিম রেখেছেন শৈশব জগতের প্রিয় চরিত্র হারি পটারের উপর। আর এই পার্টির মাধ্যমে শিল্পা শেটির ঘরে হারি পটারের জগত-এর দর্শন করতে নিজের খুদে তারকাদের সাথে উপস্থিত হন সলমন খানের বোন অর্পিতা খান শর্মা, ফারাহ খান, তাহিরা কাশ্যাপের মতো বলিউডের একাধিক তারকা।

মিয়ার সাথে নায়িকা প্রতি মুহূর্তে দেশি সুন্দরী। একই ছবিতে ছিলেন সলমন, ঐশ্বর্য এবং অভিষেক, আর তাই এই বিশেষ দিনটিকে আরো স্পেশাল করে তুলতে অভিনেত্রী বার্থডে পার্টির থিম রেখেছেন শৈশব জগতের প্রিয় চরিত্র হারি পটারের উপর। আর এই পার্টির মাধ্যমে শিল্পা শেটির ঘরে হারি পটারের জগত-এর দর্শন করতে নিজের খুদে তারকাদের সাথে উপস্থিত হন সলমন খানের বোন অর্পিতা খান শর্মা, ফারাহ খান, তাহিরা কাশ্যাপের মতো বলিউডের একাধিক তারকা।

মিয়ার সাথে নায়িকা প্রতি মুহূর্তে দেশি সুন্দরী। একই ছবিতে ছিলেন সলমন, ঐশ্বর্য এবং অভিষেক, আর তাই এই বিশেষ দিনটিকে আরো স্পেশাল করে তুলতে অভিনেত্রী বার্থডে পার্টির থিম রেখেছেন শৈশব জগতের প্রিয় চরিত্র হারি পটারের উপর। আর এই পার্টির মাধ্যমে শিল্পা শেটির ঘরে হারি পটারের জগত-এর দর্শন করতে নিজের খুদে তারকাদের সাথে উপস্থিত হন সলমন খানের বোন অর্পিতা খান শর্মা, ফারাহ খান, তাহিরা কাশ্যাপের মতো বলিউডের একাধিক তারকা।

ভোটে জিতেই বিয়ের পিঁড়িতে অভিনেত্রী সাংসদ নুসরাত?

নজরবন্দি ব্যুরোঃ বিপুল ভোটে লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ। আর এই জয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই সুখবর রয়েছে টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত জাহানের জীবনে। শোনা যাচ্ছে, শিগগিরই বিয়ে করতে চলছেন নতুন এ সংসদ সদস্য। গুজ্ব চলছে, আগামী মাসেই বিয়ে হচ্ছে তার। লোকসভা ভোটে বড় ব্যবধানে জয়, তারপরই হাতে মেহেদি লাগানোর প্রস্তুতি শুরু বলে জানিয়েছে নুসরাতের ঘনিষ্ঠ সূত্র।

আগামী জুন মাসের মাঝামাঝি বিয়ে করবেন নুসরাত। এমনিটাই গুজ্ব টলিউডে নুসরাতের ঘনিষ্ঠ সূত্র ও টলিউড থেকে জানা যায়, কলকাতার খ্যাতনামা শিল্পপতি নিখিল জৈনের সঙ্গে বিয়ে হবে তার। কলকাতার এমপি বিপলা ফাউন্ডেশনে পড়াশোনার পর মুম্বাইয়ের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্টের ওপর কোর্স করেন নিখিল। আপাতত কলকাতার প্রতিষ্ঠিত বাসায়ী তিনি। কর্মসূত্রেই নুসরাতের সঙ্গে পরিচয় হয় তার অবশ্য বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন সুনাই এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি নুসরাত।

গভীরে ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে টাইটানিক!

সমুদ্রের গভীরে ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে এক দীর্ঘ প্রেমের উপন্যাস। সামুদ্রিক ব্যাকটেরিয়া কুরে কুরে যাচ্ছে টাইটানিকের কঙ্কাল। গবেষকরা বলছেন, বছর ২০ এর মধ্যেই পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে টাইটানিক। নীল সমুদ্রের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে পৃথিবীর অন্যতম সেরা বিলাসবহুল জাহাজ। যাত্রী সংখ্যা ২২২৪। কিন্তু সেই যাত্রাই যে শেষ যাত্রা হবে...! সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

হিমশৈলের চূড়ায় ধাক্কা লেগে জাহাজের পটাতন ফুটো হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সলিল সমাধি। আতলৌস্তিকের গাড়ী নীল শীতল জলের নিচে আরও ঘুমিয়ে রয়েছে টাইটানিকের কঙ্কাল। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আর মাত্র বছর ২০ অপেক্ষা। এর পর সমুদ্রের নিচে ঘুিয়ে থাকবে টাইটানিক হারিয়ে যাবে। পর্যাপ্ত আলোর অভাব, জলের নীচে তীর চাপে ক্ষয় যাচ্ছে। সোহা হার পাত। জলের তলায় তৈরি হওয়া ব্যাকটেরিয়ায় জং পড়ে ক্ষয়ে

যাচ্ছে টাইটানিক। ২০১০ সালে এই ব্যাকটেরিয়া প্রথম নজরে আসে বিজ্ঞানীদের। ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের প্রথম নজরে আসে। টাইটানিককে কুরে কুরে যাচ্ছে হ ী ল ী ম ী স টাইটানিকই ব্যাকটেরিয়া। নিকের কালো জলের তীর চাপ সহ্য করেও এই ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকে। ১৯১২ সালে অসংখ্য যাত্রী নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করেছিল টাইটানিক। তখন কেউ কল্পনাও করতে পারনি কী পরিণতিটাই না অপেক্ষা করছে পৃথিবীর সবথেকে বিলাসবহুল জাহাজটির। গভীর সমুদ্রের তলদেশে ঘুমিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, আর মাত্র বছর ২০ অপেক্ষা। এর পর সমুদ্রের নিচে ঘুিয়ে থাকবে টাইটানিক হারিয়ে যাবে। পর্যাপ্ত আলোর অভাব, জলের নীচে তীর চাপে ক্ষয় যাচ্ছে। সোহা হার পাত। জলের তলায় তৈরি হওয়া ব্যাকটেরিয়ায় জং পড়ে ক্ষয়ে

তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আলাদা কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জানালি

‘নোচার কমিউনিকেশন’ প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসস মার্কিন ও ডব্লু রিজিট স্টিলার।

দুই থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম।

ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসেস করাতে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো

থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়। গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে।

গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে মাইক্রোচিপটি আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে।

ডব্লু রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাইক্রোচিপের প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে গবেষকদের ধারণা।

শিল্পীদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস রানা সরকারের

কলকাতা,২৬ মে (হি.স.): : ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শিল্পীদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া প্রধান রানা সরকার। গতকাল টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে দীর্ঘ ছয় মাস ধরে বকেয়া বেতন না মেলার প্রতিবাদে পথে নামার হুশিয়ারি দিয়েছিল আর্টিস্ট ফোরামের কার্যকরী সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং বাকি সদস্যরা। ঠিক তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রবিবার টাকা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে আর্টিস্ট ফোরাম চিঠি দিলেন রানা সরকার। সেই চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়ার তরফ থেকে চ্যানেল কর্তৃপক্ষকে ‘নো অবজেকশন সার্টিফিকেট’ প্রদান করা হয়েছে। রানা সরকার সেই সঙ্গে এটাও জানিয়ে দেন যে, এরপর যদি চ্যানেল কর্তৃপক্ষ আর্টিস্টদের বকেয়া বেতন দিতে কোনও রকমের টালবাহানা করে, সেক্ষেত্রে দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া ও রানা সরকার কোনো রকমের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে না।

মদ্যপান এবং গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার ডাক দিলেন রামদেব

হরিদ্বার, ২৬ মে (হি.স.) : দেশজুড়ে মদ্যপান এবং গো-হত্যার নিষিদ্ধ করার ডাক দিলেন যোগগুরু বাবা রামদেব। রবিবার উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তবা রাখতে গিয়ে বাবা রামদেব বলেন, গরু হত্যার উপর পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হোক। এমন হলে গরু পাচারকারী এবং গো-রক্ষকদের মধ্যে আর সংঘর্ষ হবে না। যারা মাংসান্নী তারা অন্য ধরনের মাংস খেতে পারেন। মদ্যপান নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যোগগুরু বাবা রামদেব বলেন, ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিতে মদ্যপান নিষিদ্ধ। ইসলামিক রাষ্ট্রগুলি এই কাজ করে দেখাতে পারলে ভারত কেন পারবে না। পরম্পরার দেশ ভারতে মদ কেনা ও বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে যোগগুরু বাবা রামদেব বলেন, আগামী ৫০ বছরে দেশের জনসংখ্যা ১৫০ কোটির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে বাবা-মায়ের তৃতীয় সন্তানের ভোটাধিকার বাতিল করে দেওয়া উচিত।

একসঙ্গে ৯ টি ট্যাপকল ভাঙয় রহস্য প্রতিহিংসার অভিযোগে সরগরম দুর্গাপুর

দুর্গাপুর, ২৬মে (হি.স.) : গরমের সকালে ট্যাপকল ভাঙা। সাতসকালে নাকাল হতে হয় বাসিন্দাদের। গ্রীষ্মের দিনে জলেকন্টে ক্ষুদ্র বাসিন্দারা। রবিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেন্ডানা ছড়াল দুর্গাপুর পুরসভার ৩০ নং ওয়ার্ড-র করদপাড়ায়। ঘটনায় জেট পরবর্তী প্রতিহিংসার অভিযোগে সরগরম শিল্পশহর দুর্গাপুর জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর পুরসভার ৩০ নং ওয়ার্ড করদপাড়া। দেশের একমাত্র জয়গায় যেখানে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রচার চলে না। থাকে না কোনও রাজনৈতিক পোস্টার ব্যানার। রবিবার ওই এলাকার হরিমন্দির, কালিভাটা, লক্ষ্মীমন্দির, গরাইপাড়া এলাকার ৯টি ট্যাপকল ভাঙা দেখে বাসিন্দারা। সকালে ট্যাপকলে জল না পেয়ে ক্ষোভ ফেটে পড়ে। প্রশ্ন তোলে কে বা কারা করতে পারে একাজ। যদিও বাসিন্দারা স্থানীয় কোকগুড়নে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তৃণমুলের কাউন্সিলার রুমা পাড়িয়াল। এক সঙ্গে এতগুলো ট্যাপকল ভাঙা দেখে বিস্তর রহস্যের দানা বাঁধে প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনে ওয়ার্ড ভিত্তিক ফলাফলে দুর্গাপুর ৩০ নং ওয়ার্ডে সব থেকে বেশী ভোটে এগিয়ে বিজেপি। ৩৭৭৫ ভোটে তৃণমূল থেকে এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার জানান,‘ রাজাজুড়ে হুকমি দিয়েছিল, তৃণমূলাকে ভোট না দিলে ফল ভুগতে হবে। মনে হয় এটা তারই পরিণাম।’ বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি লক্ষ্মন ঘড়ুই জানান,‘ ভোটের আগে তৃণমূল নেত্রী প্রাকসে হুমকি দিয়েছিল ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেবা। আমাদের ধারণা তারই প্রতিফলন হয়েছে।’ তবে এই নোংরা রাজনীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’ স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার রুমা পাড়িয়াল জানান,‘ মানুষ চেষ্টেছে, বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। মানুষের রায় মাথা পেতে নিয়েছি। তবে এখরনের নোংরা রাজনীতি বরণেই বরণেই পরাদাক্ত করব না। পুলিশে গ্রামবাসীরা অভিযোগ জানিয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে।’

জরুরী পরিষেবা
<div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div>
<p>হাসপাতাল : জিবি : ২০৫-৫৫৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬৩৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুস্বাস্থ্য : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যান্ডুলেপ : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৮২৫৬, শিবদেব মার্গার্ ক্লাব : ও আমারা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৪৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৭৪২৮ কর্ণেল টৌমহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৫৯৬৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২৯৪৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৭, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন : ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘণ্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এন্স), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৭৭৪০৫০৫০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৩৩ ৩৩৭৭৬, শবরহাী ঘান : নব অস্বীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬২৮৪৪৪৬৫ বটচলা নাগেরজলা স্ট্যাণ্ড ডেভেলপামেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮১৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬০৭২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্‌স সিভিক্কেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায়ালয়ের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭৮৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগস্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩৩, বাখারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৪৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, সিটি কন্ট্রোল : ২৩০-৬১১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪১৫।</p>

বাংলাদেশে প্রতি আড়াই মিনিটে জনসংখ্যায় যুক্ত হচ্ছে ১০ জন

ঢাকা, ২৬ মে (হি.স.) : বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৭৪ লাখ ৬৯ হাজার। এর মধ্যে কর্মক্ষম জনশক্তি ১১ কোটি ১৬ লাখ ৭৮ হাজার। তার মধ্যে কর্মক্ষম নারী ৫ কোটি ৬৫ লাখ ৩৮ হাজার আর কর্মক্ষম পুরুষ ৫ কোটি ৫১ লাখ ৪০ হাজার। কর্মে নিয়োজিত ৬ কোটি ৮ লাখ। খন্ডকালীন (পার্টটাইম) কাজের খোঁজে ছোট্টছুটি করছেন ১৪ লাখ মানুষ। ১৩ সেকেন্ডে একজন জনমগ্রহণ করছে আর ১৪৪ সেকেন্ডে একজনের মৃত্যু হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতি ২ মিনিট ২৪ সেকেন্ডে মোট জনসংখ্যা ১১ জন বৃদ্ধির বিপরীতে একজনের মৃত্যু হয়। আড়াই মিনিটে মোট জনসংখ্যায় ১০ জন যুক্ত হয়। দিনে যুক্ত হচ্ছে প্রায় ৬ হাজার মানুষ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর তথ্যে বলা হচ্ছে, ১৯৭৯ সালে জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ১৪ লাখের মতো, ১৯৯১ সালে হয় ১০ কোটি ৬৩ লাখ এবং ১১ সালে দাঁড়ায় ১৪ কোটি ২৩ লাখে। জনসংখ্যার বিষয়ে জানতে চাইলে ‘মনিটরিং দ্য সিকুরেশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ (এমএসডিএসবি)-এর পর্কল্প পরিচালক এ কে এম আশরাফুল হক বলেন, জানুয়ারি, ২০১৮-তে মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৩৬ লাখ ৫০ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ৮ কোটি ১৯ লাখ ১০ হাজার আর নারী ৮ কোটি ১৭ লাখ ৪০ হাজার। তথ্য সংগ্রহ থেকে বর্তুন প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলাছে। দ্রুত প্রকাশ করা হবে।

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ৪৫ দশমিক ৯৬ শতাংশ। এক দিন থেকে ১৪ বছরের শিশু এবং ৬৫-উর্ধ্ব জনসংখ্যাই মূলত নির্ভরশীল। সংখ্যার হিসাবে ৪ কোটি ৬৯ লাখ ৭৮ হাজার মানুষই নির্ভরশীল। সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারিতে জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই ছিল ১৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী। দেশের ২৭ শতাংশ মানুষের বয়স ছিল ১৫ বছরের নিচে। আর ৮ শতাংশ হচ্ছে

লোকসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের ফলে সভাপতির পদ থেকে সরানো হল অরূপ খাঁ-কে

বাঁকুড়া, ২৬ মে (হি স): লোকসভা নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ে জেলা সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল অরূপ খাঁ-কে। শনিবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি অরূপ বাবুকে সরিয়ে বাঁকুড়া জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্রকে ধরে দুটি সাংগঠনিক জেলা ধরে দুজনকে হাতে দায়িত্ব তুলে দেন।

লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলায় তৃণমূলের দু’জন মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন। সেই পরাজয় কিছুতেই মানেতে পারছেন না তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এই দুই মন্ত্রীই আবার রাজ্য মন্ত্রিসভার একই দফতরের মন্ত্রী। একজন হলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর ও পঞ্চায়েত দফতরের পূর্ণ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর মার্কেটিং ফুল মার্কস পাওয়া অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ সুরত মুখোপাধ্যায়। অন্যজন ওই একই দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী তার কাণীঘাটের বাড়িতে রাজ্যের জেলা নেতাদের বৈঠক ডেকে হারের কারণ ময়না তদন্ত করেন। বাঁ জেলার সংগঠনে দায়িত্বে যেসব নেতারা রয়েছেন মূলত তাদেরই দায়ী করা হয় ময়না তদন্তের রিপোর্টে। বৈঠকে প্রত্নপ্রাচী বিদ্যা করেন বাঁকুড়া জেলা সভাপতি ও বিধায়ক অরূপ খাঁকে। সেইসঙ্গে জেলা থেকে ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের খোশনলচে বলে ফেলে নতুন করে সংগঠন তৈরির ইঙ্গিত দেন তিনি। এখানেই তিনি বাঁকুড়া জেলাকে ২ ভাগ করে ২ জন সভাপতি নির্বাচন করেছেন। বাঁকুড়ার সভাপতি করা হয়েছে জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি শুভাসি বটব্যালকে ও বিষ্ণুপুরের সভাপতি করেছেন শ্যামল সাঁতরাকে। বাঁকুড়া জেলাকে বিজেপির ধাটে সংগঠন করতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যা নিয়ে জেলা জুড়ে জরনা ও টিপ্পনী কাটাও শুরু হয়ে গেছে। বিজেপি তাদের সংগঠন গড়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলাকে লোকসভাওয়ারী সাংগঠনিক জেলায় ভাগ করেছে। ব্লক গুলিকে মন্ডল হিসাবে ভেঙে ছোট ছোট করে নিয়ে সংগঠন তৈরি করেছে। এইভাবে বিজেপি বাঁকুড়া জেলার দুটি লোকসভাকে দুটি সাংগঠনিক জেলায় বিভক্ত করেছে। একটি বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা অন্যটি বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা। বাঁকুড়া জেলাকে দুটি সাংগঠনিক জেলায় ভাগ করে শুভাশিস বটব্যাল ও শ্যামল সাঁতরা এই দুইজনে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা দুজনেই উচ্চশিক্ষিত। এখনও তাদের ভাবমূর্তি ঝুচ্চ। তবে তারাও যে গোষ্ঠী বিভাজনের বাইরে রয়েছেন তা বলা যাবে না। এই দুজনও

জেলার কোনও না কোনও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাই তৃণমূলের অন্দরেই শুরু হয়ে গেছে জরনা। তাদের মতে এবার অরূপ খাঁ গোষ্ঠীর ছড়ি যোরানো বন্ধ হলেও অন্য গোষ্ঠীর লোকেরা ঠিক আগের ভেতেই ছড়ি যোরাবে। এ প্রসঙ্গে শ্যামল সাঁতরার বক্তবা আমি কোনও গোষ্ঠীর লোক নই। আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা দায়িত্বের সঙ্গে পালন করব। গ্রাম সংসদ স্তর থেকে পুরানো তৃণমূল কর্মীদের তুলে এনে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য দায়িত্ব দেব। অন্যদিকে শুভাশিস বটব্যাল বলেন, এবার আমরা দায়িত্ব হবে ব্লক কমিটি গুলির সঙ্গে বিশেষ গ্রামীণ এলাকায় কেন হার হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা। দাত্তিক নেতাদের সংগঠনে রাখা যাবে না। এদিকে বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার নেতা সুজিত অর্গহি তৃণমূলের এই জেলা বিভাজন প্রসঙ্গে বলেন, অনেক আগে থেকেই বিজেপিকে নকল করা শুরু করেছেন তৃণমূল নেত্রী। সব কিছুতেই এখন বিজেপি থেকে ধার করছেন তিনি। তা সে রামানবর্মই হোক বা জেলার সাংগঠনিক ভাগভাগি। সুজিত অর্গহি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী পরোক্ষে স্বীকার করে নিলেন বিজেপির পথই গণতন্ত্র রক্ষার পথ। এদিকে জেলা সভাপতির পদ থেকে অরূপ খাঁ-কে সরিয়ে দেওয়ায় দলের অন্দরে খুশির হাওয়া দলের একাংশ দলনেত্রীর এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি প্রকাশ করে বলেন এটা যে হতে তা আগেই জানা ছিল তাহে যিনি নতুন দায়িত্ব পেলেন তিনি গোষ্ঠীবন্ড হোক কি পদক্ষেপ নেন সেটাই দেখার।

জগনমোহন রেড্ডির

পাচের পাতার উপ

আগামীদিনে এনডিএ জোটে ওয়াইএসআর কংগ্রেস যোগ দেবে কিনা তা নিয়ে এদিনর বৈঠকের পর জরনা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, অন্ধ্রপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে ১৫১টি আসনে জয়লাভ করে সরকার গড়তে চলেছে জগনমোহন রেড্ডি। অন্যদিকে টিডিপির খুলিতে গিয়েছে মাত্র ২৩টি আসন।

হামলার অভিযোগ

তিনের পাতার পর

নির্বাচনের ফল নিয়ে আলোচনা করার জন্য বৈঠক করার কথা ছিল তাঁর স্বেচ্ছানৈই হামলা চলে তাঁর গাড়িতে। বিজেপি সমর্থকরা এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ বনমন্ত্রী ও স্থানীয় তৃণমূলের। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। মন্ত্রীকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যায় তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা।

রীতা বহুগুণার

তিনের পাতার পর

গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে জামোহ থানার পুলিশ। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে দুইজনেকে আটকও করা হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানাচ্ছে হয়েছে। এর সঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা জড়িত কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সু্মি ইরানির ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন সুরেন্দ্র সিং।

লোকসভা নির্বাচনে বারউলি গ্রাম সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছিল। কয়েকদের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বনরা অভিযোগ করেছিলেন যে রাহুল গান্ধীকে অপমান করার জন্য বাড়ি বাড়ি জুতো সরবরাহ করেছেন স্মৃতি ইরানি। স্থানীয়দের স্মৃতি ইরানি একনিষ্ঠ সমর্থক হওয়ায় এই জুতো সরবরাহ করার অন্যতম দায়িত্বে ছিলেন সুরেন্দ্র সিং।

যাটোঁধ।

বিশ্লেষকদের মতে দীর্ঘদিন জনসংখ্যাকে আমাদের দেশে সমস্যা মনে করা হতো। এর কারণ হল, জনসংখ্যার যে বিন্যাস তাতে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বেশি ছিল। ১৯৭৪ সালের জনগণনা অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল আড়াই শতাংশ। ১৯৭০ সালে ছিল তিন শতাংশ। ’৭৪ সালে মোট জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ ছিল ১৫ বছরের কম বয়সী। আর ৬০ বছরের ওপরে ছিল পাঁচ শতাংশ। তাই দুটি মিলিয়ে ৫৩ শতাংশ মানুষ ছিল পুরোপুরি নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী। বাকি যে ৪৭ শতাংশ তার অর্ধেক নারী। ওই সময়ে বাংলাদেশে নারীরা ঘর থেকে বের হতো না। তখন কর্মজীবী নারীর সংখ্যা শতকরা এক-দুই ভাগের বেশি ছিল না। শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ এই পুরো জনগোষ্ঠীকে কাঁধে করে টেনে নিয়ে গেছে। তাই তখন এই জনসংখ্যাকে বোঝা মনে হয়েছে। কিন্তু এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে। মৃত্যুহার কমেছে। গড় আয় বেড়েছে।

জনসংখ্যাবিদ ও অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, কর্মক্ষম জনসংখ্যার (ডেমেগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) দিক দিয়ে, বাংলাদেশ বর্তমানে স্বর্ণযুগে অবস্থান করছে। যখন কোনও দেশের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের বেশি কর্মক্ষম থাকে তখন ওই দেশ ডেমেগ্রাফিক বোনাসকালে অবস্থান করছে বলে ধরা হয়। মনে করা হয়, এই জনসংখ্যা কোনও না কোনওভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তা দেশের জিডিপিতে অবদান রাখে। এটা বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু বাংলাদেশে পুরো জনগোষ্ঠী কাজে লাগছে না। বিবিএসের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী কর্মে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৮ লাখ। যেখানে সংখ্যার হিসাবে ১১ কোটি ১৬ লাখ ৭৮ হাজার মানুষ কর্মক্ষম। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর ২০ লাখের বেশি কর্মক্ষম মানুষ যুক্ত হচ্ছে। অবশ্য অন্যদিকে, প্রজননহার কমে যাওয়া এবং গড় আয়

অবশেষে পূর্ব মেদিনীপুরের টাওয়ারের ব্যাটারি চুরি করার পাভা ধরা পরল

কাঁধি, ২৬মে (হি.স): পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে একাধিক টাওয়ার থেকে টাওয়ারের ব্যাটারি চুরি চক্রের মূল পাণ্ডায়ে জেফতার করল খেজুরি থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে তাঁর আরও তিন সঙ্গীকেও পুলিশ পাকড়াও করেছে।

তবে পুলিশ আসার খবর পেয়ে আরও কয়েকজন যুবক পালিয়ে যায়। খেজুরি থানার পুলিশ জানিয়েছে মূল পাণ্ডার নাম সেক মসিউর রহমান। আর তার সঙ্গীরা হল সেক সফিফুল ইসলাম, সেক মিরাজ ও সেক মতিবুলকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের বাড়ি হলদিয়ার ভবানীপুর থানা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এক মাস ধরে জেলার বিভিন্ন টাওয়ার থেকে একাধিক টাওয়ারের ব্যাটারি চুরির ঘটনা। এর জেরে জেলা পুলিশ প্রশাসনের নান্ভিক্ষাস উঠেছিল।

শুক্রবার রাতে খেজুরিতে মালদা গ্রামে গভীর রাতে টাওয়ারের ব্যাটারি চুরি করার জন্য একটি গাড়ি করে হাজির হয় কয়েকজন যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ হানা দিয়ে অফিযুক্তদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার হওয়া যুবকদের কাছ থেকে চুরি করার সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে তাদের মধ্যেই রয়েছে মূল পাণ্ডা সেক মসিউর রহমান। খেজুরি থানার পুলিশ ৪ জনকে রবিবার কাঁধি আদালতে হাজির করে।

বিচারক তিন সঙ্গীকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। তবে সেক মসিউর রহমানকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খেজুরি থানার ওসি কৃষ্ণেন্দু প্রধান বলেন, মূল পাণ্ডাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। এলাকায় বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন উদয়পুর চন্দ্রপুর এলাকায় সিপিএম পোলিং এজেন্ট মিহির দেব সহ কয়েকজন বিরোধী দল সমর্থকের জিনিস পত্র লুট করে নিয়ে যায়। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সুনাগরিকরা শান্তির বাতাবরন তৈরী করার জন্য প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন।

পথ অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

কর্মীরা। শেষমেশ কি আক্রমণকারীদের অতিসত্বর গ্রেপ্তারের দাবিতে পথে বসে আইপিএলের কর্মীরা। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে শান্তি বাজারের মহকুমা পুলিশ আধিকারী। কথা বলেন আইপিএফটি সমর্থিত কর্মীদের সাথে। পরবর্তী সময় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রতিশ্রুতি পেয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে আই পি এফ এর কর্মীরা। দীর্ঘ প্রায় ৩ ঘণ্টা চলে পথ অবরোধ।

বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

একটি ঘটনায় ৭টি গবাদি পশু উদ্ধার হয়ে বলে বিএসএফ আধিকারিক জানিয়েছেন । তিনি বলেন, পশ্চিম জেলার মধুপুর থানারীমন কামথানা বিওপি-র জওয়ানরা বাংলাদেশে পাচারের সময় ৭টি গবাদি পশু উদ্ধার করেছেন। তাঁর দাবি, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজেপি পশু পাচার আটকানোর পবিকল্পনা নেয় বিএসএফ। সে মোতাবেক ৭টি গবাদি পশু পাচারের সময় বিএসএফ জওয়ানরা পাচারকারীদের থামার স্তম্ভ নির্দেশে দেন। কিন্তু, পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়া চেষ্টা করেন। সঞ্জিব কুমারের কথা, তাঁদের বেশ কয়েকবার থামার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু, তারা থাকেনি। তাই, বিএসএফ জওয়ানরা নিরাপদ দূরত্বে নন-ল্যাথেল বন্দুক থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়েছেন। তাতে, ভয়ে পাচারকারীরা গবাদি পশু ফেলে পালিয়ে গিয়েছে। ওই এলাকা তল্লাশি করে বিএসএফ জওয়ানরা ৭টি গবাদি পশু উদ্ধার করে মধুপুর থানার হাতে তুলে দিয়েছেন।

সঞ্জিব কুমারের মতে, ত্রিপুরায় সীমান্ত এলাকায় কড়া পাহাড়া সত্বেও পাচারকারীরা পাচার বাণিজ্য বন্ধ করছে না। তাই, সীমান্তে আরো কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে, টহলদারি আরো বাড়ানো হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী

আটের পাতার পর

সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। এই বছরও ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৌদী যখন শপথ নেবেন সেই সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান সফরে থাকেনেন। তার স্পিকারের পূর্ব নির্ধারিত আরেকটি অনুষ্ঠান থাকায় তিনিও দিল্লি যেতে পারবেন না। ফলে এবার মন্ত্রীসভার জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে মোজাম্মেল হক যাত্রছেন। মৌদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে।

বিশ্বেভ ভ্রামবাসীদের

দুইয়ের পাতার পর

জানিয়েছি। যদিও বরাত পাওয়া ঠিকাসংস্থার অশীদার মোহর খাদিম জানান,গ্রামবাসীরা গ্রামেরে উন্নয়নে কিছু আর্থিক সাহায্য চেয়েছিল। তা না দেওয়াতেই আক্রমণ। কাজ নিয়ম মেনেই হবে। অন্যদিকে, স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমন্বয়ের স্মারী অরবিদ কর্মকার জানান, আমাকে আটকে রেখে হেনস্থা করে। কাজ ঠিকই চলছিল। ভোটের জন্য কাজ বন্ধ ছিল। বিজেপি নতুন করে এলাকায় আশান্তি সৃষ্টি করেছে। এদিকে ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁসলা থানার পুলিশ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখে পরিহ্বিত সামাল দেয়। ঠিকাদারকে ওয়ার্ক অর্ডার মেনে কাজ করার পরামর্শ দেয়। পুলিশের আশ্বাসে বিস্ফোভ তুলে নেয় গ্রামবাসীরা।’

বাড়ার ফলে দেশের জনসংখ্যার বয়সকাঠামো বদলে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরায়ী প্রকাশিত জরিপের তথ্যানুযায়ী ২০১৬-১৭ অব্দবছর শেষে দেশে ১৪ লাখ পুরুষ ও ১৩ লাখ নারী বেকার।ত্রৈমাসিক বেকারহ্দের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জানুয়ারি থেকে মার্চ- এই সময়ে বেকারহ্দের হার সবচেয়ে বেশি ছিল। এই সময় সর্বোচ্চ ২৯ লাখ মানুষ বেকার ছিল। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বেকারহ্দের হার বাংলাদেশই বেশি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়েমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল আউটলুক-২০১৮’ শীর্ষক প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৩ সাল থেকে গত বছর পর্যন্ত বাংলাদেশে বেকারহ্দের হার ছিল ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। চলতি কিংবা আগামী বছরও হারটি কমে না।

দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের মধ্যে বেকারের সর্বোচ্চ হারের দিক থেকে বাংলাদেশ তু তীয় অবস্থানে। আইএলওর পরিসংখ্যান অনুযায়ী সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সবচেয়ে কম বেকারহ্দের হার ছিল ২০১০ সালে। এর পর থেকে তা বাড়ছে। ওই বছর মোট শ্রমশক্তির ৩ দশমিকে ৪ শতাংশ বেকার ছিল



রবিবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

এবার সরাসরি ফোন করে নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানালেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

নয়া দিল্লি, ২৬ মে (হি.স.): বিপুল জনসমর্থন পেয়ে দ্বিতীয়বার নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় ফিরছেন। তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে এবার তাই সরাসরি ফোন করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ভারত ও পাকিস্তানের উন্নতিতে দুই দেশের একসঙ্গে কাজ করার পক্ষে মোদীর কাছে আবেদন করেছেন ইমরান। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, রবিবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করেছিলেন। মোদী ও ইমরানের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়। মোদী দারিদ্র দূরীকরণে ইমরানকে একসঙ্গে চলার বার্তা দেন। একই সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশে সন্ত্রাসবাদ দমন, শান্তি বজায় রাখার জন্য ইমরান খান সরকারকে আরও উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। এই অঞ্চলের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে শান্তির বাতাবরণ তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা ইমরানকে জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

পাকিস্তান দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়। পাকিস্তানকে দেওয়া বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের মর্যাদা কেড়ে নেয় ভারত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের মদত দেওয়ার অভিযোগ তোলে। এর পর পাকিস্তানের বালাকোটে জুইশ-ই-মহম্মদের সবচেয়ে বড় জঙ্গিগোষ্ঠীতে এয়ার স্ট্রাইক করে ভারতীয় বায়ুসেনা। তার পর সীমান্তে পাকিস্তান ভরতরা শুরু করে। আকাশপথে ভারতকে আক্রমণের চেষ্টা করে। সেই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান কখনও নরমে, কখনও গরমে ভারতকে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ইমরান। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপের কাছে সেই সময় থেকে ক্রমশ কোণঠাসা হয়েছে পাকিস্তান। কূটনৈতিক মহলের মতে, ভারতে ফের মোদী সরকার ক্ষমতায় আসায় চাপ বেড়েছে পাকিস্তানের উপর। কারণ, সন্ত্রাসবাদ দমনে আরও কড়া হতে পারে মোদী সরকার। তাই নতুন করে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছেন ইমরান খান।

খয়েরপুরের নানা স্থানে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে। রাজ্য সরকার সন্ত্রাস মোকাবেলায় কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে পুলিশকে নির্দেশ দিলেও পরিস্থিতি সেকাবিলা করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। শনিবার রাতে খয়েরপুর বিধানসভা এলাকার বুধজাংনগর থানা এলাকার আর কে নগরের রাজার বাদ এলাকায় বিজেপি নামাধারি দুর্ভুক্তিকারীরা একটি বাড়িতে চড়াও তিন যুবককে প্রচণ্ড মারধর করে। বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। রক্ষা মোকাবেলা করতে সক্ষম হচ্ছে না। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে থেকে সন্ত্রাসের খবর মিলছে। শনিবার রাতেও খয়েরপুর বিধানসভা এলাকায় এক যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। নিহতের নাম শিবু দাস। সে পেশায় শ্রমিক। শনিবার রাত দশটা নাগাদ দুই বন্ধু রাজার বাদ এলাকার সুমন দাসের বাড়িতে গিয়েছিল। ওই বাড়িতে বিজেপি নামাধারী বাইক বাহিনী চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্র, লাঠি এবং ইট পাটকেল দিয়ে তিন যুবককে প্রচণ্ড মারধর করে। সুমনের মা এগিয়ে আসলে তাকেও শূলতাহানি করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে আসে। ঘটনাস্থল থেকে তিন যুবকের উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায় দমকল বাহিনী। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার সকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে শিবু দাস। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সুমন দাস এর মা জানান তিনি বেশ কয়েকজনকে চিনতে পেরেছেন। আক্রমণকারীদের বেশিরভাগই সিপিআইএমের লোক। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা জামা বদল করে সিপিএম ছেড়ে বিজেপি হয়েছে। বিজেপির তকমা ব্যবহার করে তারা এ ধরনের সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। এ ব্যাপারে বুধবার থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এখনো কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

উত্তরবঙ্গে নির্বাচন উত্তর অশান্তি অব্যাহত

গঙ্গারামপুর, ২৬ মে (হি.স.): ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনায় উত্তর গোটা রাজ্য। তার থেকে ব্যতিক্রম নয় উত্তরবঙ্গ। এবার দলবদলকে কেন্দ্র করে অশান্তি ছড়াল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরের শিববাড়ি এলাকায়। অভিযোগ, শনিবার তুগমুল কংগ্রেসের সমর্থকরা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই আজ রবিবার তুগমুলের পাটী অফিসে বিজেপির পাতাকা লাগিয়ে দেয়। জানা গেছে, তুগমুলের জেলা

সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বিপ্লব মিত্রকে। এরপরই শুরু হয় দল বদলের হিরিক। ঘটনার পরই শুরু হয় দুই দলের সংঘর্ষ। এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। ওদিকে আবার, তুগমুল-বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার দেওচরাই এলাকা। তুগমুল কংগ্রেসের সমর্থকদের অভিযোগ, রবিবার বিজেপি আশ্রিত কয়েকজন দুর্ভুক্তী অতিক্রমে তুগমুলের সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলার

পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে বাড়ির লোকদেরও। আঘাতে আহত হয়েছে কয়েকজন তুগমুল কংগ্রেসের সমর্থক। তাঁদের মধ্যে মনিয়ার রহমান ও তার দাদা অজিবর রহমানকে গুরুতর জঘম অবস্থায় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হামলায় বিজেপির দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে তুগমুলের সমর্থকরা। যদিও বিজেপির বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব।

মমতা ও রাহুলের পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশকে কটাক্ষ করলেন পরিচালক অনুরাগ

কলকাতা, ২৬ মে (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করলেন পরিচালক অনুরাগের কাশ্যপ। মমতার মুখামন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা ও দলের ওয়ার্কিং বৈঠকে রাহুল গান্ধীর পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশকে কটাক্ষ করে টুইট করলেন পরিচালক। টুইটে পরিচালক অনুরাগ লিখলেন, ‘মমতাদিদি ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দল সেটা গ্রহণ করেনি। রাহুল গান্ধী ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর দলও তা গ্রহণ করেনি। বোকা হয়ে থেকে আমরাও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে চাইছি, কিন্তু আমাদের বোধবুদ্ধি সেটা গ্রহণ করছে না। টুইটের শেষ আবার বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে অনুরাগ লেখেন, ‘আমিও টুইটটা করতে চাইনি, কিন্তু তা গ্রহণ করা হল না। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর দল তুগমুল সেটা মেনে নেয়নি বলে দাবি তাঁর উ অন্যান্য দলের ওয়ার্কিং বৈঠকে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন সভাপতি রাহুল গান্ধী। কিন্তু তার দলও তা গ্রহণ করেনি। তাই এবার টুইট করে অনুরাগ বোঝাতে চেয়েছেন, এই দুজনের পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ শুধুমাত্র লোক দেখানো।

‘পদত্যাগের পর শিল্পীদের বকেয়ার সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই’: অদिति

কলকাতা, ২৬ মে (হি.স.): দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া ও রানা সরকারের সাথে অদिति রায়ের নামটাও বারবার উঠে আসে উ শিল্পী-টেকনিসিয়ানদের বকেয়া বেতনের ক্ষেত্রেও বারবার উঠে এসেছে অদिति রায়ের নাম উ তবে, অদिति রায় দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়ার প্রাক্তন ক্রিয়েটিভ হেড উ তাই পদত্যাগের পর শিল্পীদের বকেয়া বেতনের ক্ষেত্রেও তাঁর কোনও যোগাযোগ পরিস্কার জানান তিনি উ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি বুঝতেই পারছি না, পেমেট্ট বাকি রাখার ক্ষেত্রে কেন আমার নামটা আসছে, যেখানে ওই কোম্পানির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নেই। যেটা অনেকেই জানেন না তা হল, আমি নিজে প্রায় পাঁচ মাসের বেতন পাইনি। এই ইনস্ট্রুমেণ্ট তো পেমেট্ট সব সময় নিয়মিত হয় না। অনেক সময়েই দু’মাসে পুরো টাকা পাওয়া যায়। তাই আমরা মানিয়ে নিই। গত বছর অক্টোবর থেকে আমি বেতন পাইনি, তাও কাজ করে গিয়েছে। কারণ যাই হোক না কেন, এপিসোড টিক সময়ে চ্যানেলের কাছে যাতে পৌঁছে যায়, সেই দায়িত্বের জয়গাটা থেকেই গিয়েছিল। তার পরে ৭ মার্চ আমি পদত্যাগ করি।

জয়পুরে বিবাহিত মহিলা ও প্রেমিকের আত্মহত্যা

জয়পুর, ২৬ মে (হি.স.): এক বিবাহিত মহিলা ও তার প্রেমিকের আত্মহত্যা। রবিবার সকালে তাদের বুলবুল দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটেছে, রবিবার রাজস্থানের পালি জেলার বড়ি মাদা গ্রামে। রবিবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। রাজস্থানের পালি জেলার বড়ি মাদা গ্রামে থেকে রবিবার সকালে একজন বিবাহিত মহিলা ও তার প্রেমিক আত্মহত্যা করে। স্থানীয়রা রবিবার সকালে গাছের সঙ্গে দুজনের মৃতদেহ ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিত্সক তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর জানিয়েছে, মৃত মহিলা ও ব্যক্তির মধ্যে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তদন্ত অফিসার মাল্লা রাম জানিয়েছেন, পুলিশ তাদের দেহ ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের পর মহিলা ও ব্যক্তির দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কী কারণে তারা আত্মহত্যা করলো তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৌদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ মে (হি.স.): আগামী ৩০ মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। রবিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৌদী যখন শপথ গ্রহণ করেছিলেন তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু সে সময় তিনি জাপান সফরে থাকায় তার পরিবর্তে স্পিকার শিরীন শারমিন ছয়ের পাড়ায় দেখুন

পরিবেশ রক্ষায় প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচী পালিত রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে। প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত দুই বছর ধরে কর্মসূচী পালন করা হচ্ছে ত্রিপুরায়। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ আগরতলা এবং কুমারঘাটে হিমালয়কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কর্মসূচী পালিত হয়েছে। মূলত, প্লাস্টিকের ব্যবহারের পরবর্তী প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং এ-বিষয়ে চিন্তাভাবনাই এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। এ-কথা জানিয়েছেন এই কর্মসূচীর আহ্বায়ক বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাবে প্লাস্টিক এখন দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু। ফলে, প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা সহজে সম্ভব হবে না। তাই, এর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে পরিবেশকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, সে-জন্যই এই কর্মসূচী গত দুই বছর ধরে পালন করা হচ্ছে।

প্লাস্টিক পূরণায় সংগ্রহ করতে হবে। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এ-নতুন রপস দেশের শুধু মাত্র দুইটি শহরে বাস্তবায়ন হয়েছে। গুয়াহাটি শহরে এই রপসের অন্তর্গত প্রস্তুকারক সংস্থাগুলি পণ্য বিক্রি করার পর পূরণায় পুর নিগমের সহায়তায় প্লাস্টিকের বর্জ্য সংগ্রহ করছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে, এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু, প্লাস্টিকের ব্যবহার

কিভাবে কমানো যায়, সে-বিষয়ে আমরা নিশ্চই পদক্ষেপ নিতে পারি। তাঁর কথায়, সম্প্রতি রাজ্যে প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিভিন্ন বাজারে প্লাস্টিক বিরোধী অভিযানের ফলে এই ক্ষতিকারক পদার্থের ব্যবহার অনেকটাই কমেছে। এরই সাথে বিকল্প ব্যবসায়ও সুযোগ হয়েছে। বিশ্বেন্দুর কথায়, ত্রিপুরায় এখন কাপড়ের এবং চটের ব্যাগ পাওয়া যাচ্ছে। এর মাধ্যমে নতুন শিল্প গড়ে উঠছে। বিশ্বেন্দুর বক্তব্য, হিমালয়ান

অঞ্চলের রাজ্য হিসেবে বিবেচিত পূর্ববঙ্গের রাজ্যগুলি। মোট ১২টি রাজ্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। কিন্তু, হিমালয় কন্ঠিত হলে পরিবেশ রক্ষা সম্ভব হবে না। তাই, এই কর্মসূচীর মাধ্যমে গণআন্দোলন গড়ে তোলাই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। মানুষকে জাগ্রত করে এবং তাঁদের সচেতনতা বাড়ানো সম্ভব হলে, প্লাস্টিকের ব্যবহার শূন্যের কোঠায় নিয়ে যেতে সাফল্য মিলবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
expresses GRATITUDE to

- India's 61.30 crore voters
- 29.24 crore Women Voters
- 61.46 lakh Persons with Disability Voters
- 18.05 lakh Service voters
- All Senior Citizens & Centenarians
- Booth Level Officers & Volunteers at Polling Stations
- >12 million Officials of Election Machinery
- CEOs/DEOs/ ROs/SPs and their teams
- All concerned senior officers of Govt. of India & State/UT Governments
- Political Parties & Candidates
- Officials of Election Commission
- Special Election Observers
- Observers- General, Police, Expenditure & Accessibility
- Security forces - CAPF, Police and others
- Flying Squads & Surveillance teams
- Technical Expert Committee on EVM & VVPAT, BEL & ECL
- Indian Railways & Department of Posts
- Print, Electronic & Social Media
- Electoral Literacy chbs, Chunav Pathshalas & Voter Awareness Forums
- All other Stakeholders working with Election Commission

ICAD/231/19-20

for making our National Elections

Free, Fair, Transparent, Inclusive, Accessible, Ethical & Participative

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com